রজনীচন্দ্র-উপাখ্যান।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

মির্জাপুর হলওএলস্ লেন ২নং ভবনে

প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৯। ইং ১৮৭২।

বিজ্ঞাপনং।

যে কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণেতা হউন্ না কেন লিখিতে আরম্ভ করিয়াই যে একেবারে একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে আদরণীয় হয়েন এরূপ কখনই সম্ভবিতে পারেনা। সুতরাং সামান্য লেখকগণ প্রথম কোন একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সাধারণ জন সমীপে প্রকাশিত করিয়া হাস্যা-স্পদ বা ঘৃণার পাত্র হওয়াও বিধেয় নহে। আমার অন্তঃকরণে এই সমস্ত বিষয় আন্দোলিত হওয়াতে এই রজনীচন্দ্র নামক পুস্তক খানি লিখিতে প্রথম লেখনী ধারণ করিলাম। কিন্তু এতাদৃশ মহৎ কার্য্যে সহসা করপ্রসারণ করা যে মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন, তাহাও আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে, নিজ-ধন ব্যয় করিয়া নিন্দাস্পদ বা প্রশংসা ভাজন হইব তাহা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ পূজ্যপাদ পিতৃব্য পিতামহ প্রভৃতি গুরুজনেরা পাছে নিবারণ করেন এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় গ্রহণ না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বেচ্ছাচারিতা সম্পাদন করিয়াছি, কিন্তু জানিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম। এক্ষণে পাঠকগণ সরলান্তঃকরণে ইহার আদ্যোপান্ত এক একবার পাঠ করিলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক বলিতেছি যে মজিল-পুর নিবাসি শ্রীযুক্ত কালীধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তক রচনা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সংবৎ ১৯২৯।
ইংরাজি ১৮৭২।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত।

রজনীচন্দ্র উপাখ্যান।

কলিঙ্গ নগর ধাম, রাজা বীরকেশ নাম
পুরাকালে ছিল নরপতি।
ধনেতে কুবের সম, গাম্ভীর্য্যে সাগরোপম
দ্বাদশ মণ্ডল অধিপতি॥
দেখি রূপ রতিপতি, লজ্জিত হইয়ে অতি
নিজদেহ নাধরিল আর।
একাধারে গুণ যত, এক মুখে কব কত
নাহি দেখি তুলনা তাহার॥
কর্ণের সমান দানে, দুর্য্যোধন সম মানে
ভীষ্ম সম করিত সমর।
প্রজার পালনে রায়, সতত হরিষ কায়
রাম সম অবনি ভিতর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সদা সাধুগণ-প্রিয়
বুদ্ধে বৃহস্পতির সমান।
সাধিতে পরের হিত, সদা উল্লাসিত চিত
পর তরে পারতরি-প্রাণ॥

ভীম পরাক্রম রায়, কারসাধ্য কাছে যায়
মন্ত্রী ভিন্ন মন্ত্রণা সময়।
সর্ব্ব বিদ্যা-বিশারদ, শৈলসদৃশ দ্বিরদ
ছিল তাঁর অগণ্য ধরায়॥
দুষ্টের দমনে কত, শাস্তি দেন নানামত
শিষ্টের পালনে শিষ্ট অতি।
গুণবান্ তুল্য তাঁর, নাদেখি জগতে আর
আচারেতে নিষধাধিপতি॥
চারুচিত্রা নামে রাণী, গুণে দেবেন্দ্র কামিনী
রূপে সৌদামিনী লজ্জা পায়।
বচনে জিনে সুধারে, গমনে বরটা হারে
তুল্য নারী নাআছে ধরায়॥

এইরূপে নৃপবর করেন রাজত্ব।
অর্দ্ধেক বয়স হলো নাহলো অপত্য॥
নাহেরে তনয় মুখ আকুল হৃদয়।
পুত্র বিনা এসংসার অন্ধকার ময়॥
পুন্নাম নরকে কিসে পাব পরিত্রাণ।
ভাবিয়া নাপান কিছু ইহার বিধান॥
সন্তান নাহিলে কেবা রাজ্য ভোগ করে।
নৃপবর নিরন্তর ভাবেন অন্তরে॥
এতেক চিন্তিয়া রায় ডাকি পুরোধারে।
যাগ যজ্ঞ শত শত করে বারে বারে॥
তথাপি নহিল পুত্র বিধি বিড়ম্বন।
মনো দুখে সদাকাল করেন ক্ষেপণ॥

একদিন পরাসর নামে মুনিবর।
আসিলেন বীরকেশ রাজার গোচর॥
ঋষিবরে দেখি নৃপ গলবস্ত্র হয়ে।
করপুটে প্রণমিয়া রহে দাঁড়াইয়ে॥
সমাদরে দিল আনি বসিতে আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রায় করিল পূজন॥
বসি দর্ভাসনে মুনি করি আশীর্ব্বাদ।
জিজ্ঞাসেন নৃপতিরে কুশল সংবাদ॥
শুনি মুনিবর বাক্য বিষাদ অন্তরে।
কহিলেন সবিশেষ তাঁহার গোচরে॥
তব আশীর্ব্বাদে দেব সকলি মঙ্গল।
কেবল জ্বলিছে হৃদে অপুত্রতানল॥
নৃপের ভারতী শুনি হইয়া দুঃখিত।
দিলেন সুফল এক অতি সুললিত॥
ফলের যতেক গুণ কহি নৃপবরে।
স্বস্থানেতে চলিলেন হরিষ অন্তরে॥
ফল পেয়ে মহীপতি অতি কুতূহলে।
ত্বরিত চলেন ধেয়ে অন্দর মহলে॥
সুকোমল শয়নীয়ে করিয়া শয়ন।
সদা অসুখিত হতো যে রাণীর মন॥
দেখিলেন সে মহিষী ধরা শয্যাপর।
আলু থালু কেশ বাস ধুলায় ধূসর॥
বরষার ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
পুত্রের কমল মুখ নাদেখি কেবল॥

করেতে ধরিয়া রায় করি সম্ভাষণ।
বলিলেন উঠ প্রিয়ে করহ শ্রবণ॥
ঘুচিল সকল দুঃখ পুরিল কামনা।
হইল সফল আজি দেবতা সাধনা॥
এই লহ ফল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ।
যাইবে মনের জ্বালা পাবে পুত্রধন॥
ফল পেয়ে রাজরাণী করিয়া যতন।
পরদিনে যথাবিধি করেন ভক্ষণ॥
ফলের প্রভাব দেখ কিবা চমৎকার।
দুই এক মাস মধ্যে গর্ভের সঞ্চার॥
পঞ্চমাস অতিক্রম হইল যখন।
পঞ্চামৃত দিল ভূপ পুলকিত মন॥
নবম মাসেতে সাধ খেতে সাধ হলো।
নানা মত আয়োজন করি সাধ দিলো॥
দশ মাস দশ দিনে সূতিকা আগারে।
ভূমিষ্ঠ হইল সুত সম নিশাকরে॥
উঠিল শঙ্খের ধ্বনি কাঁপিল ভবন।
নাচিছে ধরণী যেন পেয়ে পুত্র ধন॥
রামাগণ হুলাহুলি দেয় আনন্দেতে।
ধাইল যতেক লোক নৃপ ভবনেতে॥
পুত্র দেখি সবে বলে একি চমৎকার।
কুমারে জিনিয়া রূপ হেরিয়া কুমার॥
রাজপুত্র রূপ দেখি সবে চমৎকার।
অঙ্গবর্ণ বর্ণিবারে কি সাধ্য আমার॥

কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি নয়ন ভূষণ।
অনঙ্গ কোদণ্ড গর্ব্ব ভুরুতে মোচন॥
কোকনদ বিনিন্দিত চরণ যুগল।
অমল কমল জিনি মুখ শত দল॥
কুমারের রূপ গুণ কি কহিব আর।
কমলা লেখনী হারে পরিচয়ে তার॥
অনাথ দরিদ্রে রাজা দিল বহু ধন।
নিত্য মহোৎসবে পূর্ণ হইল ভবন॥
পুত্র জন্ম শুনি ভূপ হরষিত হয়ে।
অন্তঃপুরে চলিলেন দেখিতে তনয়ে॥
শুভক্ষণে পুত্র মুখ করি নিরীক্ষণ।
অপার আনন্দনীরে হইল মগন॥
দরিদ্র যেমন হয় পাইলে রতন।
তেমতি হইল রাজা পেয়ে পুত্রধন॥
সুধাংশু উদয়ে যথা অম্বুনিধি জল।
বেলা অতিক্রম করি উঠিছে কেবল॥
আনন্দ পয়োধি তথা হইয়া বর্দ্ধিত।
নৃপ বেলা অতিক্রমি হইল নিঃসৃত॥
নেত্র হতে আনন্দাশ্রু বহে নিরন্তর।
পুলক ব্যাজেতে শোভে দেহ মনোহর॥
সুচারু পুত্রের রূপ হেরিয়া রাজন।
বাহিরে দিলেন বার লয়ে পাত্রগণ॥
পূর্ণচন্দ্র সম রূপ হেরি অপরূপ।
শুভক্ষণে চন্দ্রসেন নাম রাখে ভূপ॥

দিনে দিনে রাজপুত্র শশিকলা প্রায়।
হেরি নরপতি অতি হরষিত কায় ॥
পঞ্চবর্ষ অতিক্রম হইল যখন।
শিক্ষাদিতে নৃপবর করেন মনন ॥
সুশিক্ষার তরে শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত।
তনয়ে শিখাতে রায় করে নিয়োজিত ॥
নৃপ সুত গুণযুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতি।
বিদ্যা উপার্জ্জনে সদা হরষিত মতি ॥
কুমারের সুআবেশ দেখি অধ্যয়নে।
বহু বিদ্যা শিক্ষা দেন শিক্ষক যতনে ॥
ক্রমেতে যোড়শ বর্ষ হইল অতীত।
নানা শাস্ত্রে রাজপুত্র হলো সুপণ্ডিত ॥
একদিন নৃপসুত বাঞ্ছা করি মনে।
মৃগয়াতে যাব বলি কহেন রাজনে ॥
কুমার বচনে রায় সন্তুষ্ট হইয়া।
পাত্র মিত্র গণে আনিলেন ডাকাইয়া ॥
বলিলেন নৃপবর সভাসদ প্রতি।
মৃগয়াতে যাহ সবে কুমার সংহতি ॥
রাজার বচনে সবে হয়ে আনন্দিত।
সৈন্য নিয়া চলিলেন কুমার সহিত ॥
নিজ রা[illegible]ইয়া যায় বহু দেশ।
দেখিলেন [illegible] শোভা নাহি তার শেষ ॥
পূর্ব্ব দিকে [illegible] হরষিত মনে।
ক্রমে[illegible]নীত হলো নিবিড় কাননে ॥

দেখেন শার্দ্দূল সিংহ আদি পশুগণে।
ভ্রমিছে ভীষণাকারে কাননে কাননে ॥
দলবদ্ধ মৃগ সব চলিয়া বেড়ায়।
হেরিয়া কুমার হন পুলকিত কায় ॥
সৈন্য লয়ে বনে বনে ভ্রমিতে লাগিলা।
কুরঙ্গ শার্দ্দূল আদি বিস্তর মারিলা ॥
এরূপে মৃগয়া করি রাজার তনয়।
সেনা সঙ্গে নানা রঙ্গে এলেন আলয় ॥
ক্রমে মৃগয়াতে এত দক্ষতা জন্মিল।
সাহস বিক্রম বল দ্বিগুণ বাড়িল ॥
একদিন চন্দ্রসেন করিলেন মনে।
বিদেশ ভ্রমণে যাব বন্ধুগণ সনে ॥
মনে বিবেচনা করি রাজার নন্দন।
পাত্র মিত্র গণে ডাকি কহে বিবরণ ॥
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি।
যাইব বলিল সবে হয়ে হৃষ্টমতি ॥
হরষিত চন্দ্রসেন পিতার নিকটে।
বিদেশ ভ্রমণে যাব কহে কর পুটে ॥
কুমারের মুখে শুনি এতেক [illegible]।
বহুকষ্টে অঙ্গীকার কর[illegible] ॥
পুরোধারে ডাকি [illegible]:লগ্ন দেখি।
কুমারে বিদায় [illegible] হয়ে [illegible]দুখী ॥
পিতার নিক[illegible]তে হ[illegible] বিদায়।
অন্তঃপুরে [illegible] হরষিত কা[illegible]॥

জননীর পদ যুগে প্রণাম করিয়া।
আদ্যোপান্ত কথা সব কহে বিস্তারিয়া॥
পুত্রবাক্য শুনি রাণী বিষাদ অন্তরে।
বহুমতে নিষেধ করেন তনয়েরে॥
চন্দ্রসেন বলে মাতা প্রসন্ন হইয়া।
বিদায় করুন মোরে কল্যাণ করিয়া॥
এত বলি রাজ পুত্র বিদায় হইল।
ত্বরান্বিত হয়ে অতি বাহিরে আসিল॥
সৈন্যগণে সাজিতে কুমার আজ্ঞা দিয়া।
সহচর গণ পাশে আইল ধাইয়া॥
রাজপুত্র আজ্ঞা পেয়ে যত সৈন্যগণ।
সুসজ্জিত হয়ে সবে আসে সেইক্ষণ॥
অশ্ব রথ গজ দ্বারে শীঘ্র আনাইয়া।
বন্ধু সহ চন্দ্রসেন রথে আরোহিয়া॥
সেনা সঙ্গে নানা রঙ্গে চলিল কুমার।
যেন দেব সেনা লয়ে যাইছে কুমার॥
সসৈন্যেতে চলিলেন হয়ে হরষিত।
মগধ রাজ্যেতে আসি হন উপস্থিত॥
দুই এক মাস তথা থাকিয়া কুমার।
সৌরাষ্ট্র নগরে চলিলেন পুনর্ব্বার॥
সেথা কিছু দিন থাকি রাজার নন্দন।
অন্য দিকে সসৈন্যেতে করেন গমন॥
এইরূপে নানা দেশ করি দরশন।
অবশেষে দ্রাবিড়েতে উপনীত হন॥

সৈন্যগণে ছাড়ি তথা বন্ধুগণ সনে।
কৌশাম্বীতে আসিলেন আনন্দিতমনে ॥
কৌশাম্বী নগরে রাজা শ্বেতবাহু নাম।
শান্ত দান্ত ধনে ম্যানে কুবেরসমান ॥
চারি বন্ধু সেই দেশে আসি তারপরে।
বাসা করি রহিলেন বণিকের ঘরে ॥
পরদিন প্রাতঃকালে উঠি চারিজন।
স্নান পূজা আদি সবে করি সমাপন ॥
উপাদেয় দ্রব্য সব আহার করিয়ে।
শয়ন করিল আসি হরষিত হয়ে ॥
নিদ্রাভঙ্গে বৈকালেতে রাজার নন্দন।
বন্ধুসহ নগরেতে করেন ভ্রমণ ॥
অবশেষে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়ে।
রাজপথে চলিলেন স্বহর্ষ হৃদয়ে ॥
দেখিলেন রাজকন্যা প্রাসাদ উপর।
সখীসনে ভ্রমিতেছে সানন্দ অন্তর ॥
রূপ দেখি রাজসুত হতজ্ঞান হয়ে।
চিত্রার্পিতপ্রায় তথা রহেন চাহিয়ে ॥
কুমারের রূপ দেখি রাজার নন্দিনী।
বিধাতারে ধন্যবাদ দিলেন তখনি ॥
নয়নে নয়নে যেই হইল মিলন।
অমনি ব্যাকুল হলো উভয়ের মন ॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
চলি গেল নৃপসুত চিন্তিত হইয়া ॥

কুমারীর রূপদর্শনে রাজপুত্রের খেদ।

রাগিনী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

কোথা প্রাণপ্রিয়ে তুমি রহিলে এখন,
তব অদর্শনে দহে অধীনের মন,
হেরিয়ে তোমার রূপ, প্রাণে যে করে কিরূপ
এমন সুন্দর রূপ দেখিনে কখন ॥
তব মুখ সুধাকর, হেরে নয়ন চকোর
সদা বিষাদ অন্তর বিনে সুধাপান ॥

হা প্রিয়ে! আর কি আমি তোমার অমৃতময় মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হইব? আর কি তোমার অনির্ব্বচনীয় রূপ-লাবণ্যদর্শনে আমার তাপিত প্রাণ সুস্নিগ্ধ হইবে? আর কি আমি তোমার সেই বদন-সুধাকর-বিগলিত বচনসুধা পান করিয়া দগ্ধ কলেবরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিব? হা প্রাণব-ল্লভে! আমি তোমাকে কিক্ষণে দর্শন করিয়াছি? হায়! আমি আগে ভাবিয়াছিলাম যে তোমার দর্শনসুধা পান করিয়া চিরসুখী হইব, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত এখন সে আশা-লতা সমূলে উন্মূলিত হইল। ত্বদীয় অদর্শন বিষের জ্বালায় বুঝি আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হয়। হে কুরঙ্গনয়নে! যদি তুমি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এ অধীন হতভাগ্যকে প্রণয়-তরি প্রদান কর, যদি তোমার কোমল ভুজরজ্জু আমার গলদেশে বন্ধন করিয়া উত্তোলন কর, তাহাহইলে এ হত-ভাগ্য এ অপার বিরহসমুদ্র হইতে নিস্তার পায়; হায়! আমি কি হতভাগ্য, একবারও তোমার অমৃতময় বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না? হায়! আর কি সেই

গজেন্দ্রগামিনীকে পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া অন্তরজ্বালা নিবারণ করিতে পারিব ? আমি কি দুর্ভাগ্য, একবারও তোমার বাহুমূল দর্শন করিয়া মনের কি নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিলাম না ? অয়ি চারুনয়নে ! তুমি কি আর আমায় দেখা দিবে ? হায় ! আমি কি নির্ব্বোধ ! এক সামান্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া অমূল্য জীবন ধন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি ? তথাপি কি তাহার পুনর্দ্দর্শন লাভ হইবে না ? হায় ! জগদীশ্বর কি আমাকে চিরদুঃখ ভোগ করাইবার নিমিত্তই সেই চারুহাসিনীকে আমার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত করিলেন ? হে করুণাময় পরমেশ্বর ! আমি তোমার নিকট এত কি অপরাধ করিয়াছি, যে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত আমাকে অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদযন্ত্রণা প্রদান করিতেছ ? চারুশীলে ! দুঃসহ শরসন্ধানে দগ্ধ করা অপেক্ষা আমাকে এক কালেই নিধন করাই তোমার শ্রেয় ছিল। মরালগমনে ! তুমি আমাকে এককালে তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা ছেদন কর, আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। হা প্রিয়ে ! দেশভ্রমণে আসিয়া অবশেষে তোমার বিরহে জীবনাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইল ? হে জগজ্জীবন ! তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া এ অকিঞ্চন জনের মনোভিলাষ পরিপূর্ণ কর। করুণাসিন্ধো জগৎপতে ! তোমার অসীম কৃপা-সিন্ধুর কিঞ্চিৎ বিন্দু বিতরণে এ হতভাগ্যের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর। একবার সেই মনোহারিণীকে দর্শনপথে প্রেরিত করিয়া আমাকে অকূল দুঃখাম্বুধি হইতে উদ্ধৃত কর।

অয়ি সুমধ্যমে ! এখনও দর্শন সুধাদানে প্রাণরক্ষা কর,

হায়! আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে তুমি আমাকে ঈদৃশ অপার ক্লেশে নিপাতিত করিবে? হা প্রিয়ে! তোমার বিরহানলে আমার কলেবর সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছে। তোমার বিচ্ছেদরূপ অগ্নিশিখা নিরন্তর আমাকে প্রজ্বলিত করিতেছে। আর অহরহঃ তোমার বিরহশর সহ্য করিতে পারি না। সুবদনি! আমার চিত্তচকোর তোমার অজস্র হাস্যসুধা পান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। হা বিধাত! তুমি আমাকে প্রাণে বধিবার নিমিত্তই কি এই মনোহারিণী মৃগনয়নীকে নির্জ্জনে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে? চারুহাসিনি! যে অবধি আমার মনোবারণ তোমার অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্য দর্শন করিয়াছে তদবধি সেই চিত্তকরীকে কোনরূপেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না। প্রগাঢ়রূপে তোমার কুচাঙ্কুশের আঘাত না করিলে আর কোন মতেই ও বারণ মানিতেছে না। আর কি সেই সুধাংশুমুখী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে? আর কি তাহার বদন বিনির্গত অমৃতায়মান বচন পরম্পরা আমার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত করিবে? হা নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ! তুমি যাহার নিমিত্ত উন্মত্তেরন্যায় ভ্রমণ করিতেছ, সে ভ্রমেও একবার তোমাকে হৃদয়ে স্থান দান করিতেছে না।

এইরূপে যুবরাজ হতজ্ঞান হয়ে।
অহরহ চিন্তা করে কন্যার লাগিয়ে॥
কুমারীর রূপ গুণ সৌন্দর্য্যাদি যত।
ভাবিয়া ভাবিয়া হলো পাগলের মত॥
অস্থির হইল চিত নামানে বারণ।
সর্ব্বদা দুঃখিত থাকে বালার কারণ॥

এইরূপে চিন্তিত থাকেন সর্ব্বক্ষণ।
পরেতে হইল যাহা শুন শ্রোতৃগণ॥

রাজপুত্রের দর্শনে রাজকন্যার
খেদোক্তি।

রাগিনী কেহাগ তাল আড়াঠেকা।

আর কি হেরিব আমি সেচন্দ্র বদন।
একবার দেখি যারে সপিঁয়াছি মন॥
তাহার বিচ্ছেদ শর, সদা দহিছে অন্তর।
সেবিনে দুরন্ত শর, কে করে বারণ॥
সেরূপ হেরিয়া সখি, অস্থির হতেছে আঁখি।
কেমনে প্রবোধি রাখি, বিনে সেইজন॥

এখানেতে রাজকন্যা কুমারে হেরিয়া।
দ্বিগুণ বিচ্ছেদানলে উঠিল জ্বলিয়া॥
দারুণ বিরহানলে হত জ্ঞানহয়ে।
অহরহ চিন্তাকরে কুমার লাগিয়ে॥
কোথা আছ প্রাণনাথ দয়াকরি দীনে।
খণ্ডাও এ খর ক্ষোভ খলতাবিহীনে॥
যে অবধি তোমারে করেছি নিরীক্ষণ।
তদবধি অর্পিয়াছি মম প্রাণ মন॥
তব অদর্শন বিষ করিয়া আহার।
কত দুঃখ পাইতেছি কি কহিব আর॥
দর্শন অমৃত ধারা করিয়া প্রদান।
উত্তপ্ত গরল হতে কর পরিত্রাণ॥

কেন বা যাইনু আমি অট্টালিকা পরে।
কেন পাপ চক্ষু গেল তোমার গোচরে॥
বুঝিতে নাপারি আমি বিধি বিড়ম্বন।
নতুবা হইবে কেন তব আগমন॥
নাজানি কি জাতি তুমি বাড়ি কোন স্থান।
দেখা মাত্রে হরিয়া লইলে মম প্রাণ॥
দুরন্ত মন্মথ শরে হয়েছি কাতর।
দেখা দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর গুণাকর॥
কোকিল পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান।
ভ্রমরের ঝঙ্কারেতে ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
চন্দ্রের উদয় যেন দ্বাদশ তপন।
জ্যোৎস্নার আলোক যেন নিদাঘ দহন॥
গাত্র দাহে যাইলাম জীবন জুড়াতে।
জীবনে দ্বিগুণ জ্বলে পারি না সহিতে॥
নিরখিলে নিশিশোভা মন বিষাদিত।
বিচ্ছেদের হুতাশনে জ্বলয়ে ত্বরিত॥
মলয় অনিল বহে অনলের মত।
চাতক চাতকী হেরি কাল ফণী শত॥
চকোর চকোরী গণে হয়ে আনন্দিত।
সুধাপানে যায় দেখি হয়ে প্রফুল্লিত॥
যামিনী প্রভাতে চক্রবাক চক্রবাকী।
সুমধুর স্বরে গান করিতেছে দেখি॥
যতেক বিহগকুল নিজ নিজ স্বরে।
বসিয়া কুলায়ে গান করয়ে সুস্বরে॥

প্রেমে মত্ত অলি কুল মধুপানে ধায়।
এজনার প্রাণে বাঁচা হইল কিদায়॥
এত বলি নৃপসুতা বিষাদিত হয়ে।
রোদন করয়ে বসি, কুমার লাগিয়ে॥
চিত্ররেখা সখী ছিল বাহিরে বসিয়া।
রোদন শুনিতে পেয়ে আইল ধাইয়া॥
দেখিলেক সুবদনী পড়ি ভূমিতলে।
বিলুণ্ঠিত হয় দেহ ভাসে অশ্রুজলে॥
রাজবালা দুঃখ দেখি চিত্ররেখা সখী।
মৃদুস্বরে কহিতেছে হইয়া অসুখী॥
একি দেখি প্রিয় সখি! এ আর কেমন।
ধুলায় ধূসর হয়ে কাঁদ কি কারণ॥
কহ তব কিবা দুঃখ মনের ভিতর।
কিসের লাগিয়ে তোমার এরূপ অন্তর॥
এত শুনি বিনোদিনী উঠিল বসিয়া।
আদ্যোপান্ত সবকথা কহে বিবরিয়া॥
যেই রূপে হয়ে ছিল কুমারদর্শন।
যেই রূপে কুমারীর হরে নিল মন॥
চিত্ররেখা সখী কয় শুন ঠাকুরাণী।
রাজ পুত্র-রূপ গুণ কহ দেখি শুনি॥

কুমারের রূপ বর্ণন।

আহামরি কিবা রূপ, হেরিলাম অপরূপ
হেনরূপ দেখি নাই কভু।
ভারতে দেখিলে আর, তুলনা দিতাম তার
নির্জ্জনে গড়িল বুঝি বিভু॥

কিবা মুখ শোভাকর, যেন শত সুধাকর
চিকণ চিকুর-গুণাতীত।
হেরি কটিদেশ তার, কেশরি লজ্জার ভার
বহি খেদে হয় পলায়িত॥
দেখিয়া তাহার আঁখি, লজ্জিত খঞ্জন পাখী
মনে মনে দিতেছে ধিক্কার।
তিল নামে পুষ্প যিনি, হারিয়া নাসায় তিনি
দুঃখ চিতে, গন্ধ নাহি আর॥
হেরিয়া রদনপাতি, মতি সলজ্জিত অতি
যেন কোটি হীরক কিরণ।
শুনিয়া তাহার বাণী, কোকিল ঘৃণিত মানি
লুকাইলা কুলায়ে আপন॥
কিবা আজানুলম্বিত, ভুজযুগ সুললিত
করে রক্ত পদ্ম শোভাকর।
হেরি তার উরুদেশ, করি কর পায় ক্লেশ
অবিকল সাল তরুবর॥
দেখিলে গঠন চয়, ভুবন মোহিত হয়
কন্দর্পের করে দর্প চুর।
লাজ পেয়ে সে অনঙ্গ, ত্যজিয়াছে নিজঅঙ্গ
হেরিয়ে সে সুঅঙ্গ ভানুর॥
কহিব কি সে সুবর্ণ, সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ
সচঞ্চল চপলা সুন্দরি।
মানসে চিন্তিয়া দেখি, উপায় নাপেয়ে সখি
পলাইল মেঘ অভ্যন্তরি॥

কুমারীর প্রতি সখিগণের উক্তি।

কন্যার মুখে কুমারের রূপের বর্ণন।
শুনি চিত্ররেখা হয়ে আনন্দিত মন॥
বলে কিছু স্থির হও রাজার নন্দিনি।
অবিলম্বে মিলাইব সেই গুণমণি॥
তাহার বিচ্ছেদবাণে জ্বলছে অন্তর।
বারিদানে শীতল করিব নিরন্তর॥
এ নব যৌবন কালে তাহে কুলবালা।
কিপ্রকারে সহ্য হবে মদনের জ্বালা॥
কুমারের রূপ অতি বিখ্যাত ভুবনে।
কভু নাহি দেখিয়াছি নাশুনেছি কাণে॥
বিধি বুঝি নিজ করে সেই গুণধামে।
বহুদিনে নির্ম্মিয়াছে বসিয়া নির্জ্জনে॥
কিগুণ দিয়াছে তারে না জানি কেমন।
একবার দেখামাত্রে হরে নিল মন॥
যতেক ছলনা আছে, তাহার নিকট-
কিছু মাত্র না খাটিবে, এবড় সঙ্কট॥
তারে হেরি কোন্ প্রাণে আইলে রাখিয়া।
নাহি জানি কেমন কঠিন তব হিয়া॥
নবীন রতন যবে আসিবে এখানে।
তব মনো দুঃখ দূর হবে সেই ক্ষণে॥
রমণীর শিরোমণি আপনি হইয়া।
অনায়াসে নায়কেরে এলে যে ছাড়িয়া॥

কুমার সনেতে যবে হাস্য পরিহাসে।
রজনী করিবে সাঙ্গ মনের উল্লাসে॥
যত্ন করি তুলিয়া আনিব নানা ফুল।
মল্লিকা মালতী আর টগর বকুল॥
মনোমত মালা গাঁথি স্বর্ণ থালা করি।
মনের আনন্দে পরাইব দুজনারি॥
আনিয়া কস্তুরি গন্ধ চুয়া নানা মত।
লেপন করিব অঙ্গে সুগন্ধ সহিত॥
কুমারে লইয়া যবে কৌতুক করিব।
হাস্য পরিহাসে তবে নিশি কাটাইব॥
জ্বলন্ত যৌবনানল অবলা পাইয়ে।
দাহন করিছে দীপ্ত অঙ্গার হইয়ে॥
বিনা সে রসিক জন কেবা বারি দানে।
অঙ্গার নির্ব্বাণ করি বাঁচাবে পরাণে॥
বৃথা এ সুন্দর অঙ্গ পতি সঙ্গ বিনে।
পরিত্রাণ নাহি দেখি মদনের বাণে॥
বিনা সেই জলধর কে বর্ষিবে বারি।
বিনা সে সুধারধারা কেমনে নিবরি॥
এতেক বয়স হলো যৌবনের শেষ।
কি আশ্চর্য্য জানিলেনা পতিসুখলেশ॥
একাল বিফলে গেল কিকাজ পতিরে।
হায় বিধি এত দুঃখ দিলি অবলারে॥
অনল নির্ব্বাণ হলে তাহে ঘৃত দানে।
কিবা ফলোদয় বল, কেবা নাহি জানে॥

তস্করেতে নিলে ধন পরে সচেতন।
অকারণ, বল দেখি কি ফল তখন॥
অতএব রাজবালা আর কত দিন।
আনিয়া নিবাব শীঘ্র রবে না এ দিন॥
সখীর বচন শুনি রাজার নন্দিনী।
সবিনয়ে আলি প্রতি কহিছে তখনি॥
আমার এই অভিমত, পত্রিকা লিখিয়া—
অগ্রে কুমারের মন দেখিব বুঝিয়া॥
এত বলি সুবদনী প্রফুল্লিত মনে।
পত্র এক লিখিলেন অতি সযতনে॥

রাজকন্যার পত্র।

গুণনিধান! আপনি যে অবধি চিত্ত হরণ করিয়াছেন, সেই অবধি এ অধীনী আপনার বিরহানলে একান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। তাপনিবারণের নিমিত্ত সুশীতল জল ও সুস্নিগ্ধ চন্দনাদি কত উপায় অবলম্বন করিতেছি কিছুতেই উপশম হইতেছে না, প্রত্যুত বৃদ্ধিই পাইতেছে। আপনার অদর্শন হুতাশন আমাকে কিরূপ দগ্ধ করিতেছে তাহা আপনি অনুভব করুন, আর নাই করুন; কিন্তু আমার অন্তরাত্মাই জানিতেছেন। আমি লজ্জাভয়-জলাঞ্জলি দিয়া আপনার শরণাগত হইলাম। এখন আপনি ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। পঞ্চশর আমার প্রতি যেরূপ শরক্ষেপ করিতেছেন তাহা মাদৃশ অবলা জনের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য, (শরণাগতকে পরিত্রাণ করা মহানুভাবের কার্য্য) অতএব যদি অনুগ্রহ

প্রকাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে অধীনীর জীবন দান করেন, তাহা হইলে এযাত্রা নিস্তার পাই, নতুবা এই অবধিই শেষ হইল।

চিত্ররেখা দ্বারা কুমারের নিকট পত্র প্রেরণ।

এদিকেতে রাজকন্যা পত্রিকা লিখিয়া।
চিত্ররেখা সখিহস্তে দিল সমর্পিয়া॥
পত্র পেয়ে চিত্ররেখা যায় দ্রুতগতি।
যথায় আছেন রাজকুমার সুমতি॥
দেখিল একাকী রায় অট্টালিকা পরে।
কুমারী কারণ সদা বিষাদ অন্তরে॥
সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে কুমারীর রূপ।
শয়নে স্বপনে হেরি সেরূপ স্বরূপ॥
সুযোগ পাইয়া সখী আসি সম্মুখেতে।
যুবরাজ পত্র দিলা প্রফুল্ল মনেতে॥
পত্র পেয়ে যুবরাজ খুলিলা তখন।
দেখিলেন লিপির যতেক বিবরণ॥
পত্রমধ্যে মদনের ছিল পঞ্চবাণ।
খুলিবা মাত্রেতে শর করিল সন্ধান॥
আপনি আইল স্মর স্ব-অস্ত্র সহিতে।
বিধিমতে প্রহারিল কুমার-অঙ্গেতে॥
সেই বাণে মহেশের ধ্যানচ্যুত হলো।
সেইবাণ কুমারের শরীরে পশিল॥
শরের আঘাতে রায় অচেতন হয়ে।
ভূমিতলে পড়িলেন রোদন করিয়ে॥

রোদন দেখিয়া চিত্ররেখা সখী কয়।
কি কারণে রোদন করহ মহাশয়॥
ধৈর্য্য ধর স্থির কর আপনার মতি।
অবিলম্বে মিলাইব সেই গুণবতী॥
তাহার কারণে কেন এতেক রোদন।
আপাততঃ ক্ষান্ত হও নৃপতি নন্দন॥
এবে আশাপথ পেয়ে বিলম্ব না সহে।
চমকিত চিত হয়ে আলী প্রতি কহে॥
শুন চিত্ররেখা তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
কুমারীরে কহ গিয়া আমার মিনতি॥
কিঞ্চিত বিলম্ব কর লিপি দিব লিখে।
যত্নসহকারে দিবে রাজতনয়াকে॥
এই বলি পত্র লিখি সখিহস্তে দিল।
আর যত বিবরণ মুখেতে বলিল॥
পত্রপেয়ে চিত্ররেখা আনন্দিত হয়ে।
শীঘ্রগতি চলিলেন আপন আলয়ে॥
উপনীত হয়ে সখী কুমারী সংকাশে।
পত্র দিয়া বিবরণ কহিলা বিশেষে॥

রাজপুত্রের পত্র।

বর্ণিবারে তবগুণ ওচারুনয়ন।
নিবিড়ে হরিণী করে অপাঙ্গে পয়াণ॥
অমৃত সমান তব লিপির লিখনে।
অমর হইনু আজি অমৃত ভক্ষণে॥

দুরন্ত মদনাগুণে ওহে কুলবতি।
শীতল করিব গাত্র গিয়ে শীঘ্রগতি॥
আহা প্রিয়ে তব জন্য কাঁদিয়াছি যত।
আহা প্রিয়ে তব জন্য ভাবিয়াছি তত॥
কহিতে সে সব দুঃখ বিদরয়ে হিয়া।
বিধি যদি দিন দেন কহিব হাসিয়া॥
বিচ্ছেদ বিরহবিষে জ্বলিছে অন্তর।
বারিদানে শীতল করিব নিরন্তর॥
আমার কারণে প্রিয়ে কিছু না চিন্তিবে।
অনুগত এ দোষীর দোষ নাহি লবে॥
তোমার বিহনে প্রিয়ে আছি যেপ্রকারে।
ধর্ম্মজ্ঞানে মর্ম্মকথা কহিব কাহারে॥
কহিব সকল কথা যত আছে মনে।
যবে সুধাপানে তৃপ্ত করিব রসনে॥
মানস সনেতে মাত্র হয়েছে মিলন।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধ কর হে এখন॥

রাজপুত্রের পত্রদর্শনে চন্দ্রকলা সখীর নিকট
রাজকন্যার খেদ প্রকাশ।
রাগিনী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

আসার অধীনে প্রাণে বিলম্ব সহে না।
মিলন হইতে বুঝি এদেহ রবে না॥
আমি ভুলি প্রবোধেতে, মন যে ভুলে না তাতে
কামিনী বিহনে কান্তে, ধৈর্য্য যে ধরে না॥

পত্র পড়ি সুবদনী হয়ে হৃষ্টমতি।
সখীরে জিজ্ঞাসা করে যতেক ভারতী॥
যেই রূপে সে নাগরে ভর্ৎসনা করিলা।
যেইরূপে কুমারের হাতে পত্র দিলা॥
যেই রূপে কুমার হইল বিষাদিত।
আদ্যোপান্ত সবকথা কহিল ত্বরিত॥
শুনিয়া সখীর মুখে সব সমাচার।
বিষাদিত হলো ধনী মনে আপনার॥
অধৈর্য্য হইল রামা আপনার মনে।
সর্ব্বদা অসুখী থাকে মিলন বিহনে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া চন্দ্রকলা নামে সখী।
অবিলম্বে ডাকিলেন হয়ে হর্ষমুখী॥
ডাক শুনি শীঘ্রগতি আসিলা অমনি।
যোড়হস্তে বলে কহ রাজার নন্দিনি॥
শশিমুখী স্মিতমুখে ইঙ্গিত করিয়া।
বিশেষ করিয়া বলে নির্জ্জনে বসিয়া॥
শুন শুন প্রাণসখী কহি যে তোমায়।
যাহার কারণে আমি উন্মত্তের প্রায়॥
একদিন চিত্ররেখা সখীর সহিতে।
যাইলাম অট্টালিকা পুরে বেড়াইতে॥
ভ্রমিতেছি ইতস্ততঃ প্রাসাদ উপর।
হেরিলাম সুপুরুষ এক মনোহর॥
হেরিলে হরিষচিত দেখয়ে যে জন।
রূপের সৌন্দর্য্য কত করিব বর্ণন॥

যে অবধি হেরিয়াছি সেচন্দ্র বদন।
তদবধি অর্পিয়াছি মম প্রাণ মন॥
যাহোক্ তাহোক্ সখি করি কি উপায়।
তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ যায় যায় যায়॥
অত এব প্রিয়সখি ধরি হে চরণে।
কৃপা করি যদি আন সে চন্দ্রবদনে॥
সেই মন প্রাণ ধন সেই যে জীবন।
কেমনে বাঁচিবে মীন অভাবে জীবন॥
কি হবে উপায় সখি কি করি উপায়।
তার অদর্শনে প্রাণ বুঝি যায় যায়॥
সে কি সখি ভাবিতেছে আমারি কারণ।
আমি যে তাহারি তরে উন্মত্তবারণ॥
এবারণ নিবারণ মানা অতি দায়।
দর্শন অঙ্কুশ বিনা কে ফিরাবে, হায়॥
না জেনে বিচ্ছেদ বিষ করিয়ে ভক্ষণ।
কতজ্বালা সহিতেছি তাহারি কারণ॥
বিনা সে মিলনসুধা দুরন্ত গরল।
কেমনে যাইবে সখি, হইব শীতল॥
না হেরে নবীন মেঘ সেই গুণাকরে।
নয়ন চাতক প্রায় দুঃখিত অন্তরে॥
কৃপা করি যদি সেই নবজলধর।
আসিয়া উদয় হয় আমারি গোচর॥
এইকার্য্য যদি সখী করিবারে পার।
তবেত চাতক তৃষা নাহি থাকে আর॥

চকোর যেমন দুঃখী সুধাপান বিনে।
ভ্রমর যেমন হয় বিনা মধুপানে॥
ততোধিক হই আমি জানিবে নিশ্চয়।
বাঁচাও বাঁচাও সখি আনি সে সুধায়॥

রাজকন্যা কুমারীর নিকট
সখী প্রেরণ করেন।

রাজবালা-দুঃখ শুনি চিত্ররেখা দুতী।
থাকিতে নারিল আর বিষাদিত অতি॥
ধীরে ধীরে নাগরের নিকটে যাইয়া।
কুমারীর দুঃখ যত কহে বিবরিয়া॥
তোমার কারণে সেই সুচারুহাসিনী।
অহরহ চিন্তা করে হয়ে বিষাদিনী॥
নাজানি কেমন হে কঠিন তব হিয়া।
কটাক্ষেতে প্রাণেমেরে আছ লুকাইয়া॥
ধিক্ রে রাজার বালা ধিক্ ধিক্ তারে।
অরসিকে দিয়া প্রাণ পড়িয়াছ ফেরে॥
কি কব দুঃখের কথা কি কহিব দুখ।
কহিতে সে সব কথা ফেটে যায় বুক॥
যাহার কারণে তুমি ত্যজিয়ে আহার।
ভাবিয়া ভাবিয়া হলে এরূপ আকার॥
ত্যজি নিদ্রা শয়ন করিয়া ভূমি তলে।
কাটায়েছ দিবারাত্র উহু মরি, বলে॥

যাহার কারণে এত ঐশ্বর্য্য ত্যজিলে।
যাহার কারণে এত যন্ত্রণা সহিলে॥
রোদন হইল সার বিরহে যাহার।
যার জন্য নিশিদিন কর হাহাকার।
যাহার যৌবনরথে হইলে হে রথী।
অপূর্ব্ব প্রণয়-ব্রতে যারে কর ব্রতী॥
যার জন্য জীবনাশা বিসর্জ্জন দিতে।
বাধ্য হয়ে ছিলে তুমি এ পাপ কর্ম্মেতে॥
জীবন যৌবন যার হস্তে সমর্পিলা।
সেজন তোমার লাগি কিছু না চিন্তিলা॥
পুরুষ পরুষ অতি জানিয়া আগেতে।
বিশেষ বলিয়া ছিলাম তোমার সহিতে॥
নূতনে বাসনা নিত্য করয়ে যে জন।
পুরাতনে সর্ব্বদা অসুখী যার মন॥
রমণী অন্তর সদা সরল জানিয়া।
যে জন তাহারি প্রতি না করিল দয়া॥
এমন লোকেরে মন অর্পণ করিয়া।
বৃথা দুঃখ পাইতেছ আগে না জানিয়া॥
যেই জন কুল শিল ধর্ম্ম তেয়াগিয়া।
দূরে দেছ লোকনিন্দা যাহার লাগিয়া॥
জনক জননী গুরু নিন্দা ভয় ত্যজি।
ভাসিতে উদ্যত হলো যারে করে মাজি॥
তাহারে যে জন নাহি ভাবিলেক মনে।
তাহারে কি দিব দোষ, বিধির লিখনে॥

সখীর নিকট কুমারীর বিরহ শ্রবণে
রাজপুত্রের খেদ।
রাগিনী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

অদর্শন অনল সখি নিভাবে কেমনে।
আর শঙ্কা পাছে যায় প্রাণের সদনে॥
যার আশে আছে প্রাণ সে যদি হয় [illegible]ন।
কিহবে রেখে জীবন সুখেরি কার[illegible]॥
সখীর নিকটে কুমারীর দুঃখ শুনি।
অন্তরেতে বিষাদিত হইল তখনি॥
ধিক্‌রে জীবন তোরে ধিক্‌রে জীবন।
বিচ্ছেদেতে গেল কাল নাহলো মিলন॥
প্রেয়সী আমার লাগি এত দুঃখ দিলা।
স্বপনে না জানি আমি এতেক করিলা॥
যদবধি সে বদন নয়নে হেরেছি।
তৃষিত চাতক মত একদৃষ্টে আছি
প্রাণপ্রিয়ে! মিলনের বারি দান দিনে।
তৃষ্ণায় ফাটিছে বুক মরি বা পরাণে॥
চকোর যেমন হয় চকোরী বিহনে।
আমি প্রিয়ে ততোধিক তোমারি কারণে॥
রোদন করেছি সার তোমারি বিচ্ছেদে।
অহর্নিশ মনোদুঃখে আছি হে বিষাদে॥
মদনের পঞ্চ বাণ কারণে তোমার।
কত ফুটিয়াছে অঙ্গে সংখ্যা নাহি তার॥
পঞ্চস্বরে চারিদিকে কোকিল কুহরে।
গরল সমান লাগে আমার অন্তরে॥

কন্যার নিকটে কুমারের আগমন।

কুমার রোদন করি সখীর সহিত।
কুমারি-আলয়ে আসি হল উপনীত॥
এখানেতে রাজকন্যা কুমার-কারণ।
আশাপথ চেয়ে ছিল হয়ে একমন॥
এমন সময়ে সখী কুমার সহিত।
নৃপবালা নিকটে হইল উপস্থিত॥
নাগরেরে দেখি বালা অতি সমাদরে।
আনন্দেতে বসাইল পালঙ্ক উপরে॥
কুমারের রূপ দেখি সহচরী গণ।
চমৎকৃত হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ॥
সুন্দরী-সঙ্গিনী সবে পরিহাস করে।
পূর্ণ করে অভিলাষ মনোচোরে ধরে॥
রাজ-কুমারীর মন হরণ করিয়া।
গোপনেতে ভবনেতে ছিলে লুকাইয়া॥
আর সখী বলে কিবা বসি চিন্তা কর।
চাতুরী না সাজিবে হে এখানে তোমার॥
আর সখী কহে শুন এই মনোচোরে।
ঠাকুরঝিয়ের কাছে দেখিব বিচারে॥
সখীর বচন শুনি নায়ক সত্বর।
সহাস্যবদনে তবে করেন উত্তর॥
না বুঝিয়া চোর বল একি বিপরীত।
একি ভয়ানক কথা এদেশের নীত॥
না জানিয়া স্বার তত্ত্ব নিন্দ অকারণ।
কহি বিস্তারিয়া সব শুন সখীগণ॥

শুনিয়া কারণ সব শুনিয়া কারণ।
অবশ্য হইবে সব সন্দেহ ভঞ্জন ॥
যে অবধি কুমারীরে দর্শন করেছি।
তদবধি প্রাণ মন সব সঁপিয়াছি ॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে আমায় কপটে।
যন্ত্রণা দিবে হে রাজকন্যার নিকটে।
এত ভাগ্য হবে মম নাহি ছিল মনে।
দাস হব কামিনীর হৃদি নিকেতনে ॥
যখন আদেশ হবে আছি উপস্থিত।
কি আজ্ঞা করুন যাহা হয় মনোনীত ॥
হৃদি কারাগার মাঝে আমারে রাখিয়া।
কটাক্ষে মারুন বাণ সন্ধান পুরিয়া ॥
কোমলাঙ্গভুজ রজ্জু করিয়া বন্ধন।
যাহা ইচ্ছা হয় মনে করুন এখন ॥
কিঙ্করের ক্ষমা নাহি একি অমঙ্গল।
অবিচারে সুবদনী চোর কেন বল ॥
এতেক বচন শুনি রাজার দুহিতা।
জানিলা রসিক বটে না হবে অন্যথা ॥

রাজকন্যার সহিত কুমারের গন্ধর্ব্ব বিবাহ।

রাগিনী বাগেশ্বরি. তাল, আড়া।

উভয়েরি আঙ্কিঞ্চন মিলনে।
লজ্জাদেয় প্রতিবাদী সাধিব কেমনে ॥
দুজনে পড়ে প্রমাদে, কেহ নাহি আগে সাধে
না হলে হৃদি বিদরে, পরস্পর মননে ॥

অতঃপর নাগরেরে পেয়ে রাজবালা।
আনন্দসাগর মাঝে যেন ঝাঁপ দিলা॥
কতক্ষণে বিবাহ হইবে দুই জনে।
এইরূপ চিন্তা সদা উভয়ের মনে॥
কুমার অধৈর্য্য হলো আপন অন্তরে।
অস্থির হইল অতি মিলনের তরে॥
তিলেক বিলম্ব হলে পলকে প্রলয়।
সখীর বচন আর মনে নাহি লয়॥
আকুল হইল চিত বিরহেরি শরে।
তাহে উচাটন শূল বাজয়ে অন্তরে॥
এইরূপ উভয়ের কটাক্ষের বাণে।
শেলসম বাজিতেছে দোঁহার পরাণে॥
ক্রমে ক্রমে দিনমণি আপন আলয়ে।
ধীরে ধীরে চলিলেন বিষাদিত হয়ে॥
দিবা অবসান দেখি শশী প্রফুল্লিত।
সুসজ্জিত হইলেন তারকা সহিত॥
তপনেরি অস্ত দেখি যত বিহঙ্গম।
নিজ নিজ বাসে সব করিছে গমন॥
মাঠ হতে ধেনুগণ হয়ে হর্ষযুত।
আপন গোষ্ঠেতে সব আসিছে ত্বরিত॥
পূর্ব্বদিকে আকাশের শোভা কব কিবা।
লোহিত বরণে দীপ্ত কাঞ্চনের প্রভা॥
যতেক মরালগণ দল বদ্ধ হয়ে।
সরবে চলিয়া যায় আপন আলয়ে॥

প্রেমে ভঙ্গ দিয়া অলি অধোমুখে ধায়।
চক্রবাক আপন প্রিয়ারে ফেলি যায়॥
চকোর চকোরীবিনে আছিল দুঃখিত।
সুধাপানে যাব বলি মহা প্রফুল্লিত॥
যতেক কৃষকগণ হরষিত মনে।
নিজকার্য্য সমাপিয়া আসে নিকেতনে॥
রক্তবর্ণ আভা দিয়ে চন্দ্রমা সত্বর।
উদয় হতেছে আসি গগন উপর॥
দূরে গেল তপনের উজ্জ্বল কিরণ।
সুশীতল কিরণেতে আলো ত্রিভুবন॥
নিশি আগমন দেখি কুমার দুঃখিত।
মদনের শরাঘাতে হইল কম্পিত॥
স্থির নাহি মানে চিত অভাব মিলনে।
উভয়ে অস্থির হলো অনঙ্গেরবাণে॥
উভয়ের মন বুঝি সব সখীগণ।
গাঁথিবারে পুষ্পমালা করিল গমন॥
মল্লিকা মালতী বেল টগর সেঁউতি।
গোলাপ করবি জুঁই আর জাঁতী জুঁতী॥
আতর গোলাপ আদি আনিয়া সত্বর।
মনোমত মালাগাঁথে অতি মনোহর॥
মালা গাঁথি সখীগণ ভরি স্বর্ণ থালা।
শীঘ্রগতি উপনীত যথা রাজবালা॥
চিত্ররেখা বলে তবে আর সখী চেয়ে।
সময় বহিয়া যায় কি দেখ বসিয়ে॥

রহস্য ত্যজিয়া হুলাহুলী ধ্বনি দিয়া।
কৌতুকেতে উভয়ের দেও সবে বিয়া॥
শুনি চন্দ্রাননী লাজে লজ্জিত হইয়া।
স্ববস্ত্রে বদন অর্দ্ধ রাখিল ঢাকিয়া॥
মনে মনে ভাবে ধনী আর কতক্ষণে।
পুরাব মনের আশ রাজপুত্র সনে॥
রাজার দুহিতা তবে হইল ত্বরিত।
সঙ্গিনী সকলে হল প্রস্থানে উদ্যত॥
স্বর্ণ থালা পুরি মালা রাখি থরে থরে।
বিলম্ব নাকরে শীঘ্র যাইল অন্তরে॥
নির্জ্জনে পাইয়া তবে রসিক নাগর।
দ্বার রোধ করি বসে পালঙ্গ উপর॥
হরষিত হয়ে অতি কামিনীর প্রতি।
হাসিয়া কহিছে রায় সচঞ্চল মতি॥
ভাগ্যক্রমে যদি প্রিয়ে তোমার সহিত।
কুমুদিনী-শশিসম হলাম মিলিত॥
তবে প্রাণপ্রিয়ে বল কি ভাবি অন্তরে।
মুদিত হইয়া আছ ত্যজি শশধরে॥
মম মন ফিরে দিয়া তব মন লহ।
চোর অপবাদে প্রিয়ে উদ্ধার করহ॥
শুনিয়া সুন্দরী লজ্জা ভয় পরিহরি।
কুমারেরে বলে ধনী পরিহাস করি॥
দান করি যদি নাথ চাহ পুনর্ব্বার।
পৃথিবীতে নাহি দেখি হেন অবিচার॥

যদি প্রাণকান্ত ফিরে লইবে একান্ত।
ফিরে নাহি দিব মনে করিব হে শান্ত॥
শুনিয়া কুমার উঠি পুষ্পমালা লয়ে।
কুমারীর গলে দিল হরষিত হয়ে॥
কুমার কুমারী দোঁহে হইল মিলন।
দেখিয়া সঙ্গিনী সব করে আগমন॥
রাজার দুহিতা তবে হইল লজ্জিত।
এদিকে সঙ্গিনীগণ হলো হর্ষান্বিত॥
হাসিয়া কহিল তবে রাজার নন্দন।
সময় হইল প্রিয়ে এখন কেমন॥
শুনিয়া রাজার বালা লজ্জিত হইল।
ব্যঙ্গছলে কত কথা কুমার কহিল॥

কুমারের বাসায় আগমন।

এইরূপ সকৌতুকে নাগরী নাগরে।
সহর্ষ হইয়া বসে পর্য্যঙ্ক উপরে॥
দম্পতীর পার্শ্বভাগে সহচরীগণে।
সতৃষ্ণহৃদয়ে ব্যস্ত চামর ব্যজনে॥
রজনী হইল শেষ কথোপকথনে।
সত্বর হইল রায় বাসায় গমনে॥
ঐ দেখ নাশিবারে তমো দিনমণি।
উদয় হতেছে আসি গগনে আপনি॥
তপনের আগমনে চন্দ্রমা সত্বর।
স্বস্থানে প্রস্থান করে বিষাদ অন্তর॥

দিবাকর আগমনে পিক কুল যত।
ডালে বসি করে গান হয়ে প্রফুল্লিত?
পূর্ব্বদিকে আকাশের দেখি শোভাচয়।
সরোজিনী আনন্দেতে বিকসিত হয়॥
মধুলোভে অন্ধ হয়ে যতেক ভ্রমর।
ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে সানন্দ অন্তর॥
চক্রবাক চক্রবাকী নিশা আগমনে।
বিচ্ছেদে বিষণ্ণ ছিল বিমর্ষবদনে॥
দিনমণি আগমনে হয়ে প্রফুল্লিত।
হর্ষভরে দোঁহে আসি হইল মিলিত॥
কৃষক উঠিয়া সব স্বকার্য্যেতে ধায়।
বিলম্ব না করে কেহ মাঠপানে চায়॥
ধেনুগণ হৃষ্টমনে গোষ্ঠেতে চলিল।
হাম্বারবে বৎসগণ পশ্চাতে ধাইল॥
যতেক মরাল সব দল বদ্ধ হয়ে।
সরোবরে ক্রীড়া করে সানন্দ হৃদয়ে॥
দেখিয়া প্রভাত নিশা সভয় অন্তরে।
বিদায় হইব বলি বলে কুমারীরে॥
কন্যা কহে কেমনে বিদায় আমি দিব।
তৃষিত চাতক মত কেমনে রহিব॥
নাজানি হে কেমন কঠিন তব প্রাণ।
অনায়াসে যেতে চাও নির্দ্দয় সমান॥
নয়ন চকোর মম মুখশশী তব।
কেমনে না দেখি দিনে জীবন ধরিব।

অদর্শন অনলেতে যদি বাঁচে প্রাণ।
যামিনীতে করিব হে বাক্যামৃত পান॥
যা কহিলা শশিমুখী ভাবনা কি তার।
অন্তরে উদিত আছি সদত তোমার॥
এত বলি চন্দ্র সেন বিদায় হইল।
প্রভাতে আপন বাসে আসি দেখা দিল॥
প্রাতঃক্রিয়া স্নানআদি সমাপন করি।
পূজায় বসিল রায় দিব্য বস্ত্র পরি॥
পূজা আদি শুভকর্ম্ম করি সমাপন।
ভাবিছেন বসি বসি নিশি আগমন॥

রাজরাণীর কুমারীর আগারে আগমন ও রাজার
নিকট কন্যার বিবরণ প্রকাশ
ও বিবাহের উদ্‌যোগ।

এইরূপে যুবরাজদম্পতী প্রণয়ালাপে ও বিবিধ কৌতুকে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, যে, পরস্পর পরস্পরের অদর্শনে সংসার তমোময়, রাজ্য ভার অরণ্য ময়, দেহ ভারময় এবং জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র বোধ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ পরস্পরের সহিত পরস্পরের সন্দর্শন না হইত, ততক্ষণ আহার বিহার শয়ন ও উপবেশন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সখীগণ সর্ব্বদা নিকটাবর্ত্তিনী না থাকায় নিরন্তর বিরলে, বক্ষে বক্ষ, ভুজে ভুজ ও আননে আনন বিন্যস্ত করিয়া পরস্পরের অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পরের প্রণয়

এত প্রগাঢ় হইল। যে ক্ষণবিরহে প্রাণবিয়োগসদৃশ অসহ্য-যন্ত্রণাকর বোধ হইয়া উঠিল।

অনন্তর একদা দৈবপ্রতিকূলতা প্রযুক্ত রাজমহিষী হঠাৎ কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত কন্যার অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। সেই হরিণনয়না রাজতনয়া জননীকে সমাগত দেখিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উপবেশনার্থে আসন প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী উপবিষ্টা হইলে কুমারী বিনীত বচনে কহিলেন, মাতঃ! এতদিনের পর এদীনার প্রতি করুণাসঞ্চারের কারণ কি প্রকাশ করিয়া আমার চিন্তাকুলিত চিত্তকে চরিতার্থ করুন। রাজ্ঞী কন্যার এতাদৃশ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! অনেক দিন তোমার শারীরিক মঙ্গলময়ী বার্ত্তা পাই নাই। তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিন যাপন করিতেছিলাম, অতএব এক্ষণে তোমার শুভবার্ত্তা গ্রহণ এবং তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত তোমার অন্তঃপুরে আগমন করিলাম।

অনন্তর রাজবালা মৃদুস্বরে কহিলেন, বহুদিবস গত হইল আপনি আমার কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর এক্ষণে যে, কন্যার কথা মনে হইয়াছে ইহাতে আমি যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলাম। এখন আমার সমাচার সমস্তই কুশল। পরে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথোপকথনের পর রাজকন্যা নিজভাব গোপনাভিলাষে চিন্তাকুলিতচিত্তে স্থানান্তরিত হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পদে পদে তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য, স্বভাবের পরিবর্ত্ত ও আকারের বৈলক্ষণ্য ঘটিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজ্ঞী বিস্ময়ান্বিতা ও উদ্বিগ্নচিত্তা হই-

লেন। এবং সংশয়াকুল চিত্তে ঐ চিন্তা করিতে করিতে আপন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পরে বিষণ্নচিত্তে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দুহিতার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, মহারাজ! অদ্য অপরাহ্নে কুমারীমন্দিরে গমন করিয়াছিলাম। যাইয়া দেখিলাম কন্যা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, যৌবনধর্ম্মানুসারে চিত্তের চাঞ্চল্য এবং স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। বোধহয় পুরুষস্পর্শ ব্যতীত এতাদৃশ ভাব উদয় হওয়া দুর্ঘট। আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আপনি রাজ্যভারাক্রান্ত হইয়া একেবারে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছেন। কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, একদিনের নিমিত্ত তাহার বিবাহ চেষ্টা আপনার মনে উদয় হইল না? তাহার বা অপরাধ কি? একে যৌবনকাল, তাহাতে স্ত্রীজাতি অজ্ঞান, হিতাহিত বোধ কিছুই নাই তাহাতে আবার বসন্তকাল কন্দর্প স্বীয় সহচরদিগকে সঙ্গে লইয়া অহর্নিশ স্বীয় কুসুমবাণে সদত সকলকে বিদ্ধ করিতেছে। সময় বুঝিয়া দক্ষিণানিলও মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া তাহার শরীরে যেন বিষ বর্ষণ করিতেছে। কোকিলগণ কুহুস্বরে যেন অশনিপাত করিতেছে। এই সমস্ত উদ্দীপন সহ্য করা তাদৃশ অবলার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর।

রাজা মহিষীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন; কহিলেন দেবি! আর আমাকে বাক্যযন্ত্রণা প্রদান করিও না। কল্য প্রত্যূষে কুলাচার্য্যগণকে আহ্বান করিয়া পাত্রান্বেষণে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া মহিষীকে সান্ত্বনা করিয়া রাজা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তদন-

ন্তর রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সচিবাগ্রগণ্য সকল নিয়মাভিজ্ঞ চন্দ্রকেশ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বুধগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আমার কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, অতএব আপনারা যাহাতে কন্যাটী সৎপাত্রে প্রদত্ত হয় তাহার সৎপরামর্শ করুন। মন্ত্রী রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি শুনিয়াছি সীতাপুর নগরে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ভীমকেশ নামে এক নরপতি আছেন তাঁহার জিতকেতু নামে এক তনয় আছে। ঐ পুত্র সকল বিষয়ে পারদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, গাম্ভীর্য্যে অম্বুনিধি, ধৈর্য্যে পৃথিবী, রূপে মন্মথ সদৃশ। অতএব যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তাহা হইলে কুলাচার্য্যকে প্রেরণ করিয়া সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। রাজা শ্বেতবাহু এই কথা শ্রবণে আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর! এজগতে তৎসদৃশ প্রণয় পাত্র আমার আর কেহই নাই। অতএব সত্বর কুলাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া সীতপুরাধিপতির নিকট প্রেরণ কর। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দূতগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কুলাচার্য্যের আনয়নে আদেশ করিলেন। দূতগণ ঘটক ভবনে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর আজ্ঞা অবগত করাইলে, কুলাচার্য্যগণ অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে বার্ত্তাবহ সমভিব্যাহারে রাজভবনে সমাগত হইলেন। রাজমন্ত্রী তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া রাজাজ্ঞানুসারে পত্র লেখন পূর্ব্বক কুলাচার্য্য হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন তুমি সীতাপুরাধীশ্বর মহারাজ ভীম

কেশের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই পত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর গ্রহণ করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিবে। কদাচ বিলম্ব না হয়। কারণ রাজনন্দিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন। কুলাচার্য্য পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত গমন করিয়া তৃতীয় দিবসে রাজভবনে উপস্থিত হইল। সে দিবস তথায় বিশ্রাম করিয়া পরদিবস রাজা প্রাতঃকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব সুহৃদ্গণ ও সভাসদ বর্গে বেষ্টিত হইয়া নৃপাসনে আসীন হইয়াছেন এমন সময়ে কুলাচার্য্য সভামণ্ডপে উপনীত হইয়া নরপতি হস্তে মন্ত্রি-প্রদত্ত পত্রিকা প্রদান করিয়া আমূলতঃ রাজাজ্ঞা নিবেদন করিল। নরপতি পত্র পাঠ করিয়া মহা আনন্দে মন্ত্রী ও সভাসদ বর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক মন্ত্রীবর চন্দ্রকেশ-প্রদত্ত পত্র প্রদর্শন করাইলেন এবং কহিলেন দেখ, এবিষয়ে আমার সৌভাগ্য!! যদি ভাগ্যক্রমে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আর ক্ষণকাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। অমাত্য বন্ধু বান্ধব ও সভাসদগণ রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া রাজাজ্ঞার অনুমোদন করিলেন। রাজা মন্ত্রীবাক্য ও সভাসদগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুত্রকে পরিণয় বার্ত্তা শ্রবণ করাইবার অভিলাষে রাজসভাসদ পুরঞ্জয় নামক দ্বিজবরকে তনয়ের সভায় প্রেরণ করিলেন।

এদিকে যুবরাজ সমবয়স্ক বন্ধুদিগের সহিত উদ্যানে বিহার সুখানুভব করিতেছিলেন ইত্যবসরে রাজবার্ত্তাবহ ভূদেব রাজকুমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক

রাজাজ্ঞা অবগত করাইলেন। কুমার নৃপতির আদেশ শ্রবণ মাত্র বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে সত্বর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভূপতি তনয়কে সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী দেখিয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক অঙ্কে করিয়া সিংহাসনৈকদেশে উপবেশন করাইলেন, এবং স্নেহে নেত্র জল অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বারংবার তনয়ের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ জনকের অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্যভাবে আর্দ্র হইয়া অবনতবদনে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় কুলাচার্য্য কুমারের সুকুমার রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া অনিমিষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার নয়নের পরিতৃপ্ত হইল না, মনে মনে কহিতে লাগিল হা বিধাতঃ! তুমি কি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া এতাদৃশ রূপলাবণ্যের সৃষ্টি করিয়াছ? ফলতঃ তাহার চক্ষের নিমেষপাতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

কুলাচার্য্য এইরূপে যুবরাজের রূপে বিমুগ্ধ হইয়া গুণানুবাদ শ্রবণে উৎসুক হইতেছে এমন সময়ে সভামণ্ডপের প্রান্তভাগ হইতে স্তুতিপাঠকগণ গাত্রোত্থান করিয়া মাধ্যাহ্নিক সভাভঙ্গসূচক মহারাজ ভীমকেশ ও যুবরাজ জিতকেতুর গুণগ্রাম বর্ণন করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে কুলাচার্য্য অসীম আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়া মনে মনে কুমারের রূপলাবণ্য ও অসীম গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজকার্য্যের পর্য্যবসানে মহারাজ পুত্রকে সমভিব্যাহারে করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায়

স্নান ভোজনাদি কার্য্যসমাপন করিয়া স্বীয় শয়নাগারে পালঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। কিঙ্করীগণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। তাম্বূল করঙ্ক বাহিনী তাম্বূলাধার রাজ সমীপে অর্পণ করিলে রাজা তাম্বূল ভোজন করিলেন। এমত সময়ে রাজ্ঞী রাজার চরণ শুশ্রূষাভিলাষিণী হইয়া পালঙ্কের এক প্রদেশে নৃপ চরণোপান্তে উপবিষ্টা হইলেন, ভূপতি সহাস্য বদনে দেবীকে কহিলেন, রাজ্ঞি! অদ্য আমাদিগের যে কি আনন্দের দিবস তাহা আমি একমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তুমি শুনিয়া থাকিবে কৌশাম্বী নগরীতে পরম ধার্ম্মিক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঔরসজাতপুত্রের ন্যায় প্রজাপালক ও প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বেতবাহুনামে অতি বিখ্যাত এক নরপতি আছেন তাঁহার এক অতুল্য রূপ লাবণ্য ও গুণবতী কন্যা আছে, অধিক কি রূপে রতী, শচী, পার্ব্বতী, গুণে সরস্বতী, দময়ন্তী, চিন্তা, এবং পতিব্রতায় সীতা সাবিত্রী রুক্মিণী সদৃশা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ কন্যার নাম রজনী তাহার সহিত আমাদিগের প্রাণসদৃশ তনয়ের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি? এতাদৃশ করণীয় সম্বন্ধ কদাচ পরিত্যাগ করিবার যোগ্য নহে, এই বিবেচনা করিয়া আমি উহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছি। তৎশ্রবণে রাজ্ঞী কহিলেন প্রাণেশ! আমাদিগের সৌভাগ্য ক্রমে প্রাণ তুল্য পুত্রের যদি এ শুভ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে তবে ক্ষণবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে ত্বরায় পরিণয় কার্য্য সম্পূর্ণ হয় তাহা করিবেন। এইরূপে রাজদম্পতী পুত্রের পরিণয় বাক্য কথোপকথনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া

আপরাহ্নিক কার্য্য সমাধানে সমাসক্ত হইলেন। তৎপর-দিবস মন্ত্রীকে অনুমতি করিলেন তুমি সত্বর পত্রিকার প্রত্যুত্তর লিখিয়া দ্বিজবরকে প্রদান কর এবং বাচনিক সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক যাহাতে উদ্বাহ কার্য্য সত্বর সম্পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ের উদ্যোগ কর। কুলাচার্য্য পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া এবং বাচনিক উপদেশ গ্রহণ করিয়া অবিশ্রান্ত দিনযামিনী গমন পূর্ব্বক কৌশাম্বী রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিবস প্রভাতে শ্বেতবাহু ভূপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া তৎপত্রিকা ও বাচনিক সমস্ত সন্দেশ মহারাজকে বিদিত করিলেন, রাজা তৎশ্রবণে পুলকিত হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক স্বীয় তনয়ার পরিণয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কুমারীর উদ্বাহ বার্ত্তা শ্রবণে রাজপুত্রের
কন্যান্তঃপুরে আগমন ও পরিহাস।

কুমারিপাণী পীড়ন, শুনি রাজ পুত্র মন
বজ্র যেন শিরেতে পড়িল।
বিধাতা সাধিল বাদ, প্রণয়ে ঘটিল বাদ
নাজানি কপালে কিবা ছিল॥
সাত পাঁচ ভাবি রায়, কুমারীমন্দিরে যায়
শোকানলে অন্তর কাতর।
ছল ছল করে আঁখি, মৌখিকে হইয়া সুখি
সম্বোধনে ধরি প্রিয়াকর॥
আজি কিবা সুপ্রভাত, সুনিলাম অকস্মাত্
প্রিয়ে তব কুশল সংবাদ।

বহুদিন পরে বিধি, খুলিল আনন্দ নিধি
দূর হইল যতেক বিষাদ ॥
শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, লোক মুখে শ্রুত হয়ে
প্রফুল্লিত হলো মম চিত।
রাজার হয়েছে মন, তব বিবাহ কারণ
করিছেন সম্বন্ধ চেষ্টিত ॥
পুরাতন পরিহরি, নূতন পাবে সুন্দরি
নিত্য নব রঙ্গে কাটাইবে।
যেক্ষতি আমার হবে, তুমি প্রিয়ে সুখে রবে
তব সুখে সকল সহিবে ॥
কুমার বচন যেন, হুতাশন হয় জ্ঞান
রাজকন্যা করেন উত্তর।
কোন মুখে প্রাণেশ্বর, এরূপ করিলে স্বর,
অঙ্গজ্বলে শুনি তব স্বর ॥
চন্দ্রসূর্য্য স্থান ছাড়ে, তারাগণ খসি পড়ে,
ভূমিচন্দ্র হইবে উদয়।
নিশ্চয় জানিবে নাথ, অসম্ভব অকস্মাৎ,
তথাচ না ছাড়িব তোমায় ॥
কুমারীর শুনি বাণী, রাজপুত্র হর্ষজ্ঞানী
কহিছেন কুমারীর প্রতি।
যদি রাজা দেন বিভা, তুমি তাহে কি করিবা,
তাহে তুমি কুলের যুবতী ॥
মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয় জানিও তুমি,
সত্যজ্ঞানে আমার বচন।

রাজকন্যা কন ভেবে, উপায় কি হবে তবে,
বল সখী কি করি এখন॥
কুমার কহেন ভেবে, যদি কথা রাখ তবে,
আছে এক ইহার উপায়।
মহারাজ আসি যবে, সম্বোধন করি কবে,
জিজ্ঞাসিবে কথা পরিণয়॥
প্রণাম করিয়া তাঁকে, দাঁড়াইয়া একদিকে,
সবিনয়ে কহিবে তাঁহায়।
ব্রত এক মোর আছে, নিবেদন তব কাছে,
বর্ষাবধি নাহি হেরি কায়॥

রাজা, রাণীর নিকট গমন ও কন্যাকে পরিণয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসন।

কুলাচার্য্য মুখে সব শুনি নরপতি।
রাজ্ঞীর নিকটে যান হয়ে হর্ষমতি॥
কহিলেন নৃপবর রাণি সম্ভাষিয়া।
পরিণয় বার্ত্তা যত সব বিস্তারিয়া॥
সীতাপুর গ্রামে রাজা ভীমকেশ নাম।
জিতকেতু নামে পুত্র রূপে অনুপম॥
তাহারি সহিত মম কুমারী কারণ।
উদ্বাহের স্থির আমি করেছি মনন॥
যদি প্রিয়ে তোমার ইহাতে মত হয়।
পত্রাপত্র করি আমি জানিহ নিশ্চয়॥
রাণী কহে ইথে নাহি আমার অমত।
কন্যাকে জিজ্ঞাসা কর তাহার কি মত॥

এত শুনি মহারাজ রাণী সঙ্গে করে।
শীঘ্রগতি চলিলেন দুহিতা মন্দিরে॥
পিতা মাতা দেখি কন্যা আনন্দিত মনে।
করযোড়ে প্রণমিল উভয় চরণে॥
দুহিতারে দেখি রাজা আনন্দিত মতি।
সম্বোধনে কহিলেন কুমারীর প্রতি॥
তোমার বিবাহ হেতু সচিন্তিত হয়ে।
দেশে দেশে পাঠালাম ঘটক আনিয়ে॥
কুলগুরু মধ্যে এক ঘটক প্রধান।
আনিয়াছে বার্ত্তা তব বিবাহ কারণ॥
সীতাপুর গ্রামে রাজা ভীমকেশ নাম।
আছয়ে তাঁহার পুত্র জিতকেতু নাম॥
তাহার সহিত তব বিবাহ কারণ।
সম্বন্ধের স্থির আমি করেছি মনন॥
পিতার বচন শুনি হুতাশন প্রায়।
দাবানল সমজ্বলে কন্যার হৃদয়॥
বিনয় করিয়া বালা নৃপ সম্ভাষণে।
কহিতে লাগিল অতি বিষাদিত মনে॥
ব্রত এক করিয়াছি অতি সঙ্গোপনে।
বর্ষাবধি না হেরিব পুরুষ নয়নে॥
ইহাতে তোমার পিতা যেবা ইচ্ছা হয়।
করুন এখন তবে যাহা মনে লয়॥
কন্যার বচনে রাজা বিষাদিত হয়ে।
রাজা রাণী আসিলেন আপন আলয়ে॥

পরদিন প্রভাতে মহীপতি গাত্রোত্থান করিয়া মন্ত্রীবর্গ ও সভাসদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন প্রণিধি দ্বারা স্বীয় সভাস্থলে কুলাচার্য্যকে আনীত করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া কহিলেন, তোমাকে সত্বর মহারাজাধিরাজ সীতাপুরাধিপতি ভীমকেশের নিকট গমন করিতে হইবেক, এবং বিনীত বচনে মদীয় প্রণতি অবগত করাইয়া যাহাতে তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক নাহয় এতাদৃশ ভাবে আমূলতঃ সমুদায় বিবরণ জ্ঞাত করাইবে। এবম্প্রকারে কুলাচার্য্যকে বিদায় করিয়া মহারাজ শ্বেতবাহু চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। তিনি মনে করিলেন এই দুর্ব্বিনীতা তনয়ার উদ্বাহ বার্ত্তা মহারাজ ভীমকেশের নিকট প্রেরণ করিয়া কি অসংসাহসিকের কার্য্য করিয়াছি বলিতে পারিনা। তিনি সম্রাট আমি একজন সামান্য সামন্ত রাজা, তাঁহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন হওয়া দুর্ঘট। যদিও সৌভাগ্য ক্রমে ঘটিয়াছিল তাহা দৈব প্রতিকুল বশতঃ পাপীয়সী কন্যার অশ্রুত পূর্ব্ব পুরুষমুখাবলোকন নিষেধ ব্রতে ব্যাঘাত করিল। অধুনা পাছে সেই ভুবনাধিপতি মামকীন এই লজ্জাকর সংবাদ শ্রুতিগোচর করিয়া পরিহাস বিবেচনা করেন! এবং পাছে এই অসীম অপরাধ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধে কালান্তক যমসদৃশ হইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক মদীয় রাজ্য অধিকার ও প্রাণ বিনষ্ট করেন। হায়! আমি কি করিলাম, এতদিন কেন নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম, কেনইবা এতদিন কন্যার উদ্বাহের চেষ্টা করিলাম না। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া হিতা-

হিত ও স্বীয় শুভাশুভের প্রতি কিছুই দৃষ্টিপাত করি নাই, যদি আমি ইতিপূর্ব্বে এতদ্বিষয় চিন্তা করিয়া ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে এতাদৃশ অনর্থপাত উপস্থিত হইত না, সকলই আমার ভাগ্যে ঘটে। এক্ষণেই বা কি করি কিরূপে রাজ্যরক্ষা হয় তাহার ত কোন উপায় দেখিতেছি না। এইরূপে মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এদিকে বার্ত্তাবহ মহারাজের আদেশ পত্রিকা গ্রহণ পূর্ব্বক বহুকষ্টে পঞ্চদশ দিবসে সীতাপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তদ্দীন তথায় অতিবাহনানন্তর পরদিন প্রত্যূষে কম্পিত কলেবর বিষণ্নবদনে রোমাঞ্চশরীর এবং ভয়াকুল-চিত্তে মন্দ মন্দ গমনে রাজ সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভূপাল সেই দ্বিজবরকে দর্শন মাত্রই গাত্রোত্থান করিয়া গললগ্ন কৃতবাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উপবেশন করাইলেন। ভূদেব উপবিষ্ট হইলে তদীয় অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে রাজা দ্বিজ-বরকে বিনীতবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুদেবাগ্রগণ্য মদীয় তনয়ের সহিত কৌশাম্বী নগরাধিপের অঙ্গজার পাণি পীড়নের শুভকরী বার্ত্তাপ্রদানে উদ্বেগ দূর করুন্।

কুলাচার্য্য নরপতি বাক্য শ্রবণানন্তর শঙ্কাকুলিতচিত্তে বিনীতভাবে কহিলেন, মহারাজের তনয়ের সহিত উদ্বাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে আমাদিগের নৃপবর যারপর নাই অসীম হর্ষসাগরে নিপতিত হইয়া মন্ত্রী ও পুরবাসীবর্গকে বিবাহ বিধি অনুষ্ঠানের নিমিত্তে অনুমতি প্রদান করিলেন, পরে কন্যান্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া কন্যার মনোভিলাষ বিদিত

হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কন্যা পরিণয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ আমার একব্রত আছে ইহাতে যদ্যপি আপনি ক্রোধ প্রকাশ না করেন তাহা হইলে বর্ণনে সমর্থা হই। রাজা তদ্বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনিমিষ নয়নে কন্যার মুখারবিন্দের প্রতিই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি আশ্চর্য্য কথা! কোথায় উদ্বাহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেক, তা না হইয়া এরূপ বাক্য কেন প্রয়োগ করিল। ইহার অবশ্য কোন কারণ থাকিবেক। এইরূপ চিন্তা করিয়া নানাপ্রকার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া কহিলেন, বালে! এতাদৃশ কি ব্রত আছে যে কন্যার জনকের নিকট গোপন থাকিতে পারে, অতএব সত্বর প্রকাশ করিয়া মদীয় উৎসুকান্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত কর। পিতার এতাদৃশ মৃদুমধুর বাক্যশ্রবণ করিয়া সেই চারুহাসিনী, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। মহানুভব! অস্মদাদির কুল বর্দ্ধনের নিমিত্ত পুরুষ মুখাবলোকন নিষেধ বর্ষব্যাপি এক নিয়ম করিয়াছি। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ষৈক কাল অতিবাহিত করিয়া আমার বিবাহ বিধির অনুষ্ঠান করিলে চরিতার্থ হই। তদ্বাক্য শ্রবণে অতিশয় বিষাদিত হইয়া তৎসংবাদ বিদিতার্থে মহারাজ শ্বেতবাহু ভবদন্তিকে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কুলিশপাত সদৃশ তদ্বাক্য শ্রবণে ভূমিপতি ব্যথিতান্তঃকরণে কুলাচার্য্যকে বিদায় করিলেন। দ্বিজবর সীতাপুর নগরী হইতে মৃদু গমনে পঞ্চবিংশ দিবসে কৌশাম্বী নগরীতে উপস্থিত হইয়া তদ্বাক্য রাজাকে পরিজ্ঞাত করিলেন।

রাজমহিষীর কন্যান্তঃপুরে গমন ও পুরুষধ্বনি শ্রবণে ক্রোধ ও রাজাকর্ত্তৃক চন্দ্রসেন ধৃত।

একদা নৃপমহিষী নিশীথ সময়ে কোন কার্য্য ব্যপদেশে দুহিতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। অর্দ্ধপথ হইতে পুরুষধ্বনি যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া স্পষ্টরূপে শুনিলেন যুবক দম্পতী প্রেমালাপে উন্মত্ত হইয়াছেন। রাজ্ঞী ঈক্ষণমাত্রে কম্পিত ও রোমাঞ্চিত শরীর হইয়া মনে মনে অঙ্গজাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে লাগি-লেন। কহিলেন এই পাপিয়সী হতভাগিনীর কি ভয়ঙ্কর সাহস! এ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া অভিলাযানুসারে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে পুরুষ সংসর্গ করি-তেছে। অহো! এই অভাগিনী যদি আত্মজা না হইত তবে অদ্যই ইহার শিরশ্চেদন করিয়া এই প্রজ্বলিত ক্রোধহুতাশন ইহার শোণিতেই নির্ব্বাপিত করিতাম। মহারাজ রাজ্য-ভারাক্রান্ত হইয়া হিতাহিতপরিদেবনা শূন্য হইয়া প্রজারঞ্জন কার্য্যে আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। কি বলিব, নচেৎ পশুরাজ, গৃহে শিবাগণ প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে পিশিতাশন করিতেছে! ইহা মৃগাধিপ কোনরূপেই অনুসন্ধান করিতেছেন না! ইত্যাদি নানা প্রকার ক্রোধসূচক বিবিধ বাক্য উল্লেখ করিতে করিতে মহারাজের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ভূপতি অসময়ে ক্রোধে লোহিতনয়না রাজ্ঞীকে সমাগত দেখিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অতি ব্যগ্রচিত্তে মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রেয়সি! এ নিশীথসময়ে আলুলায়িত কেশা বিগলিতবেশা ও কম্পিতকলেবরা হইয়া কি কারণে

মদীয়মন্দিরে উপস্থিত হইলে ? ত্বদীয় ক্রোধের কারণ কি ? কাহার এতাদৃশ সাহস যে সুপ্তসর্পের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে, আমার এতাদৃশ ভুজদণ্ডের পরাক্রমকে অবজ্ঞা করিয়া কে তোমার নিকট কৃতাপরাধী হইল। রাজ্ঞী ক্রোধোদ্দীপিকা রাজবাণী আকর্ণনমাত্র আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা বায়ু বিক্ষোভিত সমুদ্রনিভ ও দাবানিল প্রজ্বলিত হুতাসন সদৃশ প্রলয় কালোদিত বারিদতুল্য ক্রোধপরিপূর্ণ কলেবর হইয়া দ্বারপালকে আহ্বান করিলেন। প্রতীহারি! তুমি নগররক্ষককে সমভিব্যাহার করিয়া সত্বর আমার নিকট আগমন কর। দ্বারবান রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্রেই ত্বরিতগমনে নগরপালের ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল, তথায় উপস্থিত হইয়া শান্তিরক্ষককে নৃপাদেশ বিজ্ঞাপন করিল। নগরপাল সশঙ্কচিত্তে কম্পিত কলেবর ও গললগ্নকৃতবাস হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল। ভীষণমূর্ত্তি নৃপতি শান্তিরক্ষককে সম্মুখাগত দেখিয়া যথোচিত তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? স্বীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কিছুমাত্র করিস্ না, তুই কি বিবেচনা করিয়াছিস্ যে এই রাজ্য আমার হইয়াছে! কেশরীগৃহে শিবাশিশুর সমাগম কীদৃশ ভয়ানক ইহা কি তুই বুঝিয়া বুঝিতে পারিতেছিস্ না। এইরূপ শঙ্কেত বচনদ্বারা স্বীয় অন্তঃপুরের বিবরণ কোটালকে বিজ্ঞাপন করাইয়া রাগান্ধ হইয়া কন্যান্তঃপুরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে নগররক্ষক প্রভৃতি অনুচরবর্গ অনুগমন করিল। রাজা দুহিতার শয়ন মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই নগররক্ষককে অনুমতি

করিলেন যে এই গৃহের কপাট উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্তকে বন্ধন করিয়া সত্বর মৎসমীপে আনয়ন কর। কোটাল রাজাজ্ঞামাত্র দ্বিতীয় কৃতান্তেরন্যায় কপাট ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা রাজপুত্রকে বন্ধন করিল। তৎপরে প্রহার করণে উদ্যত হইলে রাজা নগররক্ষকের প্রতি ঈক্ষণ করিয়া নিবারণ করিলেন। তদনন্তর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা রাজপুত্রের মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে কোটালের প্রতি আদেশ করিলেন, যে এই দুর্বৃত্তকে অদ্য এই বন্ধনাবস্থায় কারাগৃহে রাখ কল্য বিচারসভাস্থলে আনয়ন করিবে। এইরূপ অনুমতি করিয়া ধরণীশ্বর নিজ শয়ন মন্দিরে গমন করিলেন।

রজনীর খেদোক্তি।

কুমারে লইয়া যদি গেল নৃপবর।
কুমারীর দুঃখ কথা শুন অতঃপর॥
হায়রে বিধাতা তোর এই ছিল মনে।
প্রথমেতে সুখ দিয়া বধিলি জীবনে॥
আরকি হেরিব চাঁদ মুখে সুধা হাসি।
নাদেখিয়া কিপ্রকারে রবে এই দাসী॥
যদি প্রাণ কান্ত ছাড়ি গেলেহে আমায়।
আবার জীবন রেখে কিবা ফলোদয়॥
কিজন্যেতে ছার প্রাণ রাখিব এখন।
হলাহল পানকরি ত্যজিব জীবন॥

কামিনীর জীবন যৌবন সব তুমি।
তব অদর্শনে প্রাণ নারাখিব আমি ॥
ওহে নাথ! কত কষ্টে পাইয়া তোমাকে।
অবশেষে ছাড়ি দিনু কাল ফণীমুখে ॥
অবলারে বধে যদি যাইবে নিতান্ত।
মনেতে আছিল তব ওহে প্রাণকান্ত ॥
শিরের ভূষণ তুমি হৃদয়ের মণী।
নাদেখে কেমনে নাথ কাটাব যামিনী ॥
তুমি আমার প্রাণধন তুমি যে জীবন।
কেমনে রহিবে মীন নাহেরে জীবন ॥
পুর্ব্বেহে তোমার লাগি করেছিনু মান।
কত মন্দ বলিয়াছি কুৎসিত বচন ॥
আর কি হেরিব আমি ও চন্দ্র বদন।
কিপ্রকারে প্রবোধিব অবলারি মন ॥
তব অদর্শন বাণে আছি যে প্রকারে।
ধর্ম্ম জানেন মর্ম্ম কথা কহিব কাহারে ॥
আহা! দগ্ধ কলেবর বঁধুর বিহনে।
এখন জীবিত আছ নাহেরে নয়নে ॥
ওহে নাথ! এই ছিল আমার কপালে।
সুখ আসে বধিলাম পরের ছাওালে ॥
গুণের সাগর তুমি রসিক নাগর।
কেমনে নাদেখি রব এ অষ্ট প্রহর ॥
এইরূপে রাজকন্যা ক্রন্দন করয়।
আলু থালু কেশ সম ধুলায় লুটায় ॥

অধৈর্য্য হইল ধনী নাগর বিচ্ছেদে।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারে সদা প্রাণ কাঁদে॥
বহু যত্নে মনঃ কষ্ট নিবারণ করি।
নাগরের আশা পথে রহিল সুন্দরী॥

পরদিন প্রভাতে নৃপবর শ্বেতবাহু সচিব প্রধান চন্দ্রকেশ ও নানা শাস্ত্রবিশারদ পারিষদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থিত রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া নগর রক্ষককে আদেশ করিলেন, তুমি সত্বর মলিম্লুচকে এইস্থানে আনয়ন কর। শান্তিরক্ষক রাজাজ্ঞা মাত্রই বদ্ধ হস্ত রাজপুত্রকে রাজসমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। মহীপতি দর্শন মাত্রেই ক্রোধলোহিত নেত্র করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রে দুরাত্মন্! এক্ষণে যদি তোমার বাঁচিবার সাধ থাকে তবে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহা যথার্থরূপে বল, নচেৎ এই শাণিত তরবারে এখনি তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবেক। নৃপনন্দন (চোর) প্রলয় কালীন কৃতান্ত সদৃশ রোষ কষায়িত লোচন ভীমতুল্য মহীপতির ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে বিকম্পিত শরীর ও ম্লান মুখারবিন্দ হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলেন, পরে মৃদুমন্দ বচনে রাজসমীপে আত্মপরিচয় প্রদানে উদ্যত হইলেন। মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, কলিঙ্গ নগরীতে বীরকেশ নামে এক নরপতি আছেন, তিনি বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত রাজ্যচিন্তা ও প্রজাশাসন কার্য্যে অসমর্থ হইয়া তৎপুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তদনন্তর মন্ত্রীগণ ও সভাসদ্বর্গ একত্র হইয়া তাহাকে বলিল, রাজ-

কুমার! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য নীতি বিদ্যাবিশারদ। এই জগতীতলে যাহা কিছু শিখিতব্য তাহা সমুদায়ই আপনি শিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের ইচ্ছা আপনি একবার ভবদীয় পিতৃ রাজ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের সদসৎ কার্য্য অবলোকন ও স্বভাব পরীক্ষা করিয়া আইসেন। সভ্যগণের পরামর্শানুসারে হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক এই চতুরঙ্গ সেনা এবং সামন্ত রাজগণ ও প্রিয় সুহৃদ্বর্গ সমভিব্যাহারে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভবদীয় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, এই নগর প্রান্তে যে রমণীয় উদ্যান অবলোকন করিতেছ উহার সমীপদেশে শিবির সন্নিবেশন পূর্ব্বক অবস্থান কর। আমি বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে কিছুদিন স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া পুনরায় এইস্থানে আসিয়া তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব।

অনন্তর রাজকুমার বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে এক বণিকালয়ে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন আমরা ত্বদীয় ভবনে কিছুদিন অবস্থান করিব। তদ্বাক্য শ্রবণে বণিক প্রফুল্লান্তঃকরণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল আপনারা কতদিবস মদীয়ালয়ে অবস্থান করিবেন? তৎশ্রবণে যুবরাজ কহিলেন বৎসরাধিক ত্বদীয়ালয়ে আমাদিগের অবস্থান করিতে হইবেক। তদাকর্ণনে বণিক প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে যুবরাজকে বলিল আপনাদিগের যতদিন অভিলাষ হয় মদীয় ভবনে স্বগৃহ নির্ব্বিশেষে অবস্থান করুন। রাজকুমার সাতিশয়

আনন্দিত হইয়া বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে দিবাবসানে রাজ-নগর দর্শনার্থ নির্গত হইয়া মৃদুগমনে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া রাজ প্রাসাদান্তিকে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অট্টালিকারউপরি ভাগে স্মরপ্রিয়া সদৃশা অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না মৃগ সদৃশ লোচনা রাজকুমারী কোন প্রিয়সখী সমভিব্যাহারে সন্ধ্যা কালীন সমীরণ সেবন করিতে ছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই নৃপাত্মজ তাঁহার নয়নপথের পথিক হইলেন। উভয়ে, চারিচক্ষে মিলন হইবামাত্র পরস্পর দর্শন সুখানুভব করিতে লাগিলেন। এদিকে মনসিজ সময় পাইয়া স্বীয় বাণ উভয়ের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরস্পর দর্শনে উভয়েরি মনে এতাদৃশ প্রণয়ানুরাগ বর্দ্ধিত হইল যে সেইক্ষণেই মনে মনে পরস্পর পরস্পরকে বরমাল্য প্রদান করিলেন। তদনন্তর অতিকষ্টে তৎকালোৎপন্ন অনঙ্গ বিকার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়া উভয়ে নিজ ২ বাস ভবনে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ কিছুদিবস উভয়ে উভয়ের রূপলাবণ্য ও অনুরাগ নিরন্তর চিন্তা করিয়া অতি ক্লেশে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। একদা ঐ রাজকুমার কুমারীর সৌন্দর্য্যের বিষয় বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া রাজ কিঙ্করী তাঁহার হস্তে এক পত্রিকা প্রদান করিল। কহিল যুবরাজ! আমাদিগের রাজবালা আপনাকে লিখন দিয়াছেন এবং ভবদীয়ান্তিকে প্রার্থনা করিয়াছেন যে অদ্য রজনীযোগে যে কোন উপায়ে যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি প্রাণ পরিত্যাগ

করিবেন। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া যাহাতে আমাদের রাজনন্দিনীর জীবন রক্ষা হয় তাহা করিবেন, ইহা বলিয়া কিঙ্করী প্রস্থান করিল। তদবধি সেই রাজকুমার আপনার তনয়ার নিকট প্রণয়পাশে বদ্ধ আছে। অতএব মহারাজ সেই হতভাগ্য তাদৃশ প্রিয়তমার প্রণয় রজ্জু ছেদকরিয়া নগর রক্ষকের সামান্য বন্ধন রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ভবদন্তিকে আনীত হইয়াছে; মহারাজ! এই আমার পরিচয়।

কুমার মুখারবিন্দ বিনিঃসৃত হৃদয় গ্রাহী মৃদুমধুর বাক্য আকর্ণন মাত্রই চমকিত ও সঙ্কিত হইয়া রাজা মনে মনে তনয়াকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রাজপুত্রের রূপ গুণ দর্শনে মুগ্ধচিত্ত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার বদন হইতে বাক্য বিনিঃসৃত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে চিত্তের ধৈর্য্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সচিবাগ্রগণ্য চন্দ্রকেশকে আহ্বান করিয়া শান্তিরক্ষকের প্রতি অনুমতি করিলেন এই দুরাত্মাকে এক্ষণে কারাগৃহে সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। দেখ কোন রূপে যেন পলায়ন না করে। এই বলিয়া মন্ত্রীর হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে মৃদুস্বরে কহিলেন মন্ত্রি! আমি যদবধি এই কুমারকে অবলোকন করিয়াছি, সেই পর্য্যন্তই উহার প্রতি যে কীদৃশ অনির্ব্বচনীয় স্নেহভাবের উদয় হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ইহাতে বোধ হয় এ সামান্য মনুষ্য নহে, অবশ্যই কোন রাজপুত্র হইবেক। ফলতঃ যেপ্রকার পরিচয় প্রদান করিলেক তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদিগের ভাগ্যের পরিসীমা নাই; তাদৃশ মহদ্বংশে মাদৃশ লোকের কন্যা প্রদান করা যে অতিশয় শ্লাঘার বিষয় তদ্বি-

যয়ে আর সংশয় নাই। অতএব তুমি এক পত্রিকা রচনা করিয়া কোন বার্ত্তাবহকে কলিঙ্গদেশাধিপতি মহারাজ বীরকেশের নিকট সত্বর প্রেরণ কর। রাজাজ্ঞামাত্র মন্ত্রী এক প্রণিধিকে কলিঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। বার্ত্তাবহ ত্বরিত গমনে দিবসত্রয়ে কলিঙ্গে উপস্থিত হইল। পরদিন প্রভাতে সভাসদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ সিংহাসনে আসীন হইলেন। পত্রবাহক নৃপবরের সমীপে পত্রিকা প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। ভূপতি লিপিদর্শনে যার-পরনাই আনন্দিত হইয়া মন্ত্রী ও সভাসদ্গণকে কহিলেন; আহা! অদ্য আমাদিগের কি আনন্দের দিবস! এতদিনের পর বৎস চন্দ্রসেনের কুসল সংবাদ পাইলাম, এই বলিয়া বিবিধপ্রকারে মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন।' পত্রবাহক কহিলেন তুমি অদ্য মদীয়ভবনে অবস্থান কর, কল্য প্রত্যূষ সময়ে আমার মন্ত্রীর সমভিব্যাহারে ভবদীয় রাজার রাজ-ধানীতে গমন করিবে। তাহাকে এই বলিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে কহিলেন তুমি এই বার্ত্তাবহ সমভিব্যাহারে কল্য রজনীশেষে মহারাজ শ্বেতবাহুর রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক প্রিয়পুত্রকে সত্বর আনয়ন করিবে। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা আকর্ণনমাত্র যামিনী-শেষে আজ্ঞাবহ সহিত রথারোহণে নিরন্তর গমন পূর্ব্বক দ্বিতীয় দিবসের মধ্যাহ্নসময়ে মহারাজ শ্বেতবাহুর রাজধানীতে উপনীত হইলেন।' পরে অপরাহ্ন সময়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমূলতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তৎ-শ্রবণে শ্বেতবাহু ভয়ে চমৎচিত হইয়া কারা রক্ষককে আহ্বান

পূর্ব্বক কহিলেন তুমি কুমারের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া সত্বর মৎসমীপে আনয়ন কর। রক্ষক রাজাজ্ঞামাত্র কারাগারে গমন পূর্ব্বক কুমারের বন্ধন মোচন করিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিল। কুমারকে সমাগত দেখিয়া মহারাজ পরম সমাদরে স্বকীয় সিংহাসনৈকদেশে উপবেশন করাইয়া বিবিধ প্রকারে স্তব স্তোত্র করিতে লাগিলেন। কহিলেন বৎস! মদীয় অজ্ঞানকৃত অপরাধ বিজ্ঞাত হইয়া ত্বদীয় জনক কদাচ আমার উপর কোপ প্রকাশ না করেন ইহা করিবে। ইত্যাদি নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কুমারের মনোবেদনা শান্তি করিলেন। তদনন্তর কুমার বার্ত্তাবহ প্রমুখাৎ পিতার প্রধান মন্ত্রীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে সচিবপ্রধানের নিকট গমনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া প্রণতি পুরঃসর পিতার কুশল সমাচার ও রাজ্যের অনাময়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী আনুপূর্ব্ব সমস্ত বৃত্তান্ত রাজপুত্রকে বিদিত করিল। কহিল মহারাজ ত্বদীয় বিরহে উদ্বিগ্নচিত্তে রাজ্য চিন্তা ও প্রজাশাসন কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া দিনযামিনী যাপন করিতেছেন। অতএব যুবরাজ! সত্বর মদীয় সমভিব্যাহারে গমন করিয়া তদ্বিরহোৎকণ্ঠিত জনকজননীকে দর্শনসুধা প্রদানে প্রয়াণোন্মুখ জীবনকে পরিত্রাণ কর। যুবরাজ পিতা মাতার তাদৃশী দুঃখের অবস্থা শ্রবণ করিয়া কলিঙ্গ নগরাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলেন। মহারাজ শ্বেতবাহু তৎশ্রবণে অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে স্বয়ং রাজপুত্র সমীপে সমাগত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, মদাত্মজার পাণিগ্রহণ স্বীকার পূর্ব্বক মদীয় কুলবর্দ্ধন করিয়া গমন করিলে চরিতার্থ

হই; এই বলিয়া স্বীয় অমাত্যকে পরিণয় কার্য্যের সমস্ত উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন।

পরদিন মহারাজ বাহিরেতে আসি।
সভাসদগণে কহিছেন মৃদুহাসি॥
অদ্য মম কুমারীর বিবাহ হইবে।
যত্নসহকারে কর আয়োজন সবে॥
রাজ আজ্ঞা পেয়ে শত শত দাসগণ।
যতনে করিতে যায় পুরি সুশোভন॥
ঝাড় লণ্ঠন দেয়ালগিরি আদি যত।
সাবধানে সাজাইছে আনি নানামত॥
সুকোমল মখমলে ঘর আচ্ছাদিল।
ভাল ভাল তসবির দেয়ালেতে দিল॥
নানামত নহবৎ ঢোলক মৃদঙ্গ।
ঢাক ঢোল বাঁশী আর মধুর শতরঙ্গ॥
কর্ণে তালা লাগিয়াছে পাখয়াজ স্বরে।
অহর্নিশি হার্‌মণিয়া বাজে রাজপুরে॥
নৃত গীত সর্ব্বদাই নানাস্থানে হয়।
প্রজাগণ সকলেতে আনন্দেতে রয়॥
বাদ্যভাণ্ড রবে আনন্দিত সর্ব্বজন।
বাজে নানাযন্ত্র নাহি খণ্ড তাল মান॥
আলীগণ মহানন্দে নিমগ্ন হইয়ে।
বেশ ভূষা পরাইছে রজনীরে লয়ে॥
মুখচন্দ্রে অলঙ্কার দেয় মুখচাঁদে।
দেখা মাত্র স্ত্রী পুরুষ পড়ে প্রেমফাঁদে॥

বাহুযুগে আভরণ দেয় নানামত।
পাঁজর পঞ্চম পদে আর কব কত॥
যেই অঙ্গে যেই মত লাগে বিভূষণ।
আনি পরাইল মিলে যত সখীগণ॥
সখীগণ কুমারের লয়ে তদন্তর।
পরিণয় স্থানে আনিলেক শীঘ্রতর॥
শুভাচার শুভলগ্নে করে নারীগণ।
হুলহুলী দেয় সবে শঙ্খের নিস্বন॥
দিনমণি অবসানে লগ্ন উপস্থিত।
কুমারে বরণ করে নৃপতি ত্বরিত॥
কুলাঙ্গনা কন্যা লয়ে যায় নৃপ নারী।
বরেরে বরিতে যায় লয়ে হেমঝারী॥
অভয়ার প্রীতে রাজা কন্যাদান করে।
বর কন্যা শুভ দৃষ্টি হয় পরস্পরে॥
পরে রাজা কুমারীর কর করি করে।
আনন্দেতে অর্পিলেন কুমারের করে॥
এইরূপে পরিণয় করি সম্পাদন।
রচিল নগেন্দ্র করি শ্রীহরি স্মরণ॥
রাজপত্নী কন্যাসহ বরি জামাতারে।
শুভাচারে লইলেন আপন আগারে॥
যত সব কুলাঙ্গনা করয়ে কৌতুক।
রাজার গৃহিণী আসি দিলেন যৌতুক॥
ক্ষীরসর নবনীত করিয়া ভোজন।
তাম্বুল আনিয়া দেয় যত সখীগণ॥

বাসর শয্যায় কুমার কুমারী সহিত।
শয়ন করিল আসি হয়ে প্রফুল্লিত॥
কৌতুক করিছে আসি যত সহচরী।
শয়নেতে চন্দ্রসেন জাগিছে সর্ব্বরী॥
রসিকা কামিনীগণ আহ্লাদিত হয়ে।
রসিকতা করিতেছে নিকটে বসিয়ে॥
বাসরেতে চন্দ্রসেন সহ সীমন্তিনী।
নানাবিধ কৌতুকেতে যাপিল যামিনী॥
এইরূপে কিছুদিন বঞ্চিল তথায়।
রজনীরে লয়ে সুখে রজনী পোহায়॥
একদিন যুবরাজ যামিনী যোগেতে।
অকস্মাৎ দেখিলেন আশ্চর্য্য স্বপ্নেতে॥
দেখিলেন শত্রুগণ নিজরাজ্যে আসি।
পিতাকে বন্ধন করি লোটে ধন রাশি॥
কোথা চন্দ্রসেন বলি করয়ে রোদন।
অশ্রুজলে ভাসিতেছে তাঁহার নয়ন॥
অদ্ভুত স্বপন দেখি কুমার চিন্তিত।
শীঘ্রগতি উঠিলেন হয়ে বিষাদিত॥
অতি কষ্টে অবশিষ্ট রজনীরে লয়ে।
যাপন করিল নিশি দুঃখিত হইয়ে॥
প্রাতঃকালে স্নান পূজা করি সমাপন।
অবশেষে চলিলেন রাজার সদন॥
প্রণাম করিয়া ভূপে কহেন কুমার।
অনুমতি কর নৃপ যাব নিজাগার॥

বহুদিন আসিয়াছি ত্যজি নিজদেশে।
সর্ব্বদা আকুল চিত ভাবনা অশেষ ॥
অতএব মহারাজ প্রফুল্লিত মনে।
বিদায় করুন অব কুমারীর সনে ॥
জামাতার বাক্য শুনি হয়ে বিষাদিত।
নানামতে বুঝাইল কুমারের হিত ॥
হিত বাক্য না শুনিয়া যুবরাজ কয়।
নিতান্ত যাইব রাজ্যে অনুমতি হয় ॥
আগ্রহ দেখিয়া রাজা কহেন কাতরে।
একান্ত যাইবে যদি লয়ে কুমারীরে ॥
এতবলি যৌতুক দিলেন বহু ধন।
হিরা মণী পান্না আর বিবিধ কাঞ্চন ॥
অশ্বরথ গজদিলা দাসদাসী দানে।
চন্দ্রসেনে তোষে রাজা বিনতি বচনে ॥
এতবলি রাজা রাণী দুঃখিত অন্তরে।
কুমারের হস্তে কন্যা সমর্পণ করে ॥
পিতামাতা চরণেতে প্রণাম করিয়ে।
স্বসৈন্যেতে চলিলেন হরষিত হয়ে ॥
এইরূপে অতিক্রম করি বহুদেশ।
আপনার রাজ্যে উত্তরিল অবশেষ ॥
স্বদেশেতে উত্তরিলা কুমার সুমতি।
দূত পাঠাইল শীঘ্র জনক বসতি ॥
সংবাদ পাইয়া রায় উঠি শীঘ্রগতি।
কুমারে আনিতে যান মন্ত্রীর সংহতি ॥